CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 01 July 2019 ■ আগরতলা, ১ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ১৫ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইঞ্জিনীয়ার পড়ুয়া যুবক খুনের চব্বিশ ঘন্টা পরও গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার এডিনগর থানা এলাকা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া এক ছাত্রকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। নিহতের নাম দীপ চক্রবর্তী। জানা যায় তাকে প্রথমে ফোন করে তারই বন্ধুরা স্থানীয় ক্লাবে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দুর্জয়নগরে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে বড় ধরনের কোনও রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার এডিনগরের বাসিন্দা দিল্লিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাঠরত দীপ চক্রবর্তী গত ৬ জুন ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল। তারই দাদা-বন্ধু মিঠুন দে শনিবার তাকে ফোন করে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বলে। সে অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬.৩০ নাগাদ বাবার কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে দাদা-বন্ধু মিঠুন দে'র সঙ্গে দেখা করতে যায়। তাতেই বিপত্তি। স্থানীয় একটি ক্লাবে তাকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রেখে পরিকল্পিতভাবে হত্যার ছক কষা হয়। জানা যায় গত ৩ মাস ধরে মিঠুনের সঙ্গে দীপ চক্রবর্তীর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। তদুপরি দিল্লি থেকে বাড়িতে আসার পর শনিবার বেলা ১০টা নাগাদ মিঠুন মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে দীপকে দেখা করতে বলে। বিকেল বেলা আবারও সে ফোন করে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বলে। বিষয়টি দীপ তার মা এবং বাবাকে জানায়। অবশেষে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা নাগাদ বাবার কাছ থেকে ৩০ টাকা নিয়ে মিঠুনের সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহু শিক্ষিত বেকার রয়েছে রাজ্যে, কাজ করতে আগ্রহী

কর্তব্যে গাফিলতি দেখলেই স্বেচ্ছাবসরে পাঠানো হবে, সরকারি কর্মচারীদের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যদি কোনও কর্মচারীকে কর্তব্যে গাফিলতি করতে দেখতে পাওয়া যায় তবে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ভলান্টিয়ারি রিটায়ারমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, কাজ করতে না চাইলে থাকতে হবে না। রাজ্যে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছেন, যাঁরা কাজ করতে আগ্রহী, তাঁদের কাজ করার সুযোগ দেবে সরকার।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তা দিয়ে জানান, রাজ্যের সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে ব্লকস্তরের আধিকারিকদের ফিল্ড ভিজিটে যেতে হবে। কেননা ফিল্ড ভিজিট না করলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকে না আধিকারিকদের। উদাহরণ হিসেবে বলেন, গত দুদিন আগে উত্তর জেলার ধর্মনগরে একটি রিভিউ মিটিং করেছিলেন তিনি। তখন মুখ্যমন্ত্রীকে আধিকারিকরা জানান যে জেলায় বিদ্যুতের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু পরবর্তী সময় তিনি যখন সেখানে তাঁর গাড়ি চালককে জিজ্ঞাসা করেন যে ধর্মনগরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয় কিনা? তাঁকে চালক জানায় যে এখানে দিনে কম করে পাঁচবার লোডশেডিং হয়। তাই, যদি সরকারি কর্মীরা ফিল্ডে না যান তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে না। তাঁরা জানতেই পারবেন না বাস্তবে কী চলছে। তাই এখন থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর বিভিন্ন দফতরে রিভিউ মিটিং হবে, সেখানে কোনও সরকারি কর্মচারীর কাজে গাফিলতি ধরা পড়ে তবে তাকে তৎক্ষণাৎ স্বেচ্ছা-অবসরে অর্থাৎ ভলান্টিয়ারি রিটায়ারমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, কড় বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের সম্মেলনে উপলক্ষে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জনগণের কল্যাণে সরকারী কর্মচারীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে এক শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়তে চায়। একাজে সরকারী কর্মচারীদেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণে কর্মচারীদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে আয়োজিত এক কর্মচারী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথাগুলো বলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাওনা আদায়ের জন্য মিছিল মিটিং করতে হতো কর্মচারীদের। এখন পাওনা আদায়ের জন্য মিছিল-মিটিং করতে হয় না। পূর্বতন সরকার ১৩ হাজার কোটি টাকা দেনা রেখে গেলেও বর্তমান সরকার কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশনের আদলে আর্থিক সুবিধা প্রদান করেছে। হোমগার্ডদের মাসিক ভাতা ৬০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। ফ্যাস্টিভাল গ্র্যান্ট ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে। গ্র্যাচুয়িটি ৪ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে তা ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের লাইনম্যানদের জন্য বিমা ছিল ২ লক্ষ টাকার। এখন ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। কাজ করার সময় লাইনম্যান ও অন্যান্যরা আহত হলে চিকিৎসার জন্য ৩০ হাজার টাকা পেতেন। এখন পাবেন ৫ লক্ষ টাকা। একজন কর্মচারী ৫০ থেকে ৬০ বছর বয়সের আগে যদি মারা যান তবে মারা যাবার আগে তিনি যে স্কেলে বেতন পেতেন তার পরিবারও ৬০ বছর পর্যন্ত সেই স্কেলে বেতন পেয়ে যাবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে রহস্যজনকভাবে খুন হলেন ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধা অন্ধকারে হাতরাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ধর্মনগর পূর্ব-হুরুয়ার গোয়ালা বস্তি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাড়িতে খুন হল ৬১ বর্ষীয় মহিলা কাঞ্চন বালা নাথ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে, খুনের রহস্য উন্মোচন করতে পুলিশ তদন্ত করছে। রাতে খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ অন্ধকারে হাতরাচ্ছে।

নিজ বাড়িতে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে উত্তমকে নিয়ে থাকতেন কাঞ্চন বালা নাথ। স্বামী গৌরি চরণ নাথ ও আরেক ছেলে গৌতম নাথ তারা বাইরে থাকেন। গতকাল রাতে মা ও ছেলে একই ঘরের ভেতরে পাশাপাশি কক্ষে ছিল। রবিবার সকালে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে উত্তম মাকে ডাকলে মা ঘুম থেকে না উঠায় সে আর তার মাকে ডাকেনি। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ কাঞ্চন বালা নাথের ছোট বোন বুলি নাথ (৫৬) দিদিকে ডাকতে এলে তিনি দেখতে পান কাঞ্চন বালা নাথ মৃত অবস্থায় নিজ ঘরে মশারীর ভেতরে পড়ে আছেন। এদেখে তিনি ভয়ে চিৎকার শুরু করেন, পাড়া প্রতিবেশীকে খবর দিলে তারা এসে দেখে তাদের আত্মীয় পরিজনদের খবর দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে কাঞ্চন বালা নাথের মেয়ে ও নাতনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর মহিলা থানায়। পুলিশ ও টিএসআর নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মহিলা থানার ওসি স্বর্ণা দেববর্মা ও অতিরিক্ত পুলিস সুপার ফ্রান্সিস ডারলং। প্রাথমিক তদন্তের পর খবর দেওয়া হয় ফরেনসিক টিম ও পুলিশ কুকুরকে। কাঞ্চন বালা নাথের বোন বুলি নাথ জানান কিছু দিন আগে বাড়ির সামনের মোদী দোকানের মালিক রানু দাসের সাথে দোকান বাকি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল কাঞ্চন বালা নাথের। যে সমস্যার সমাধান তিনি শেষ করে দেন দোকান বাকি মিটিয়ে। কিন্তু এরপরও দোকানের মালিক রানু দাস কাঞ্চন বালা নাথকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। আজ এই ঘটনার পর থেকে রানু দাস একবারের জন্য এলাকায় দেখা যায়নি ও দোকান খুলেনি।

অন্যদিকে এলাকার মানুষ থেকে জানা যায় পারিবারিক সম্পত্তির বিবাদ ছিল ভাই বোনের মধ্যে। এর আগেও পারিবারিক সম্পত্তির বিবাদ মেটাতে পুলিশ গিয়েছিল ঐ বাড়িতে। এখন দেখার পুলিশ এই রহস্যমৃত্যুর তদন্ত করে কি বের করে। কারণ পুলিশ এখনই এই খুনের বিষয়ে কিছু বলতে পারছে না। তবে খুন হয়েছেন কাঞ্চন বালা নাথ এটা সন্দেহ নেই কারণ মৃতার গলায় ও ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এদিকে এলাকার বিজেপি নেতৃত্বরা প্রকৃত খুনিকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছে। তবে এলাকার মানুষের ধারণা পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে কাঞ্চন বালা নাথকে। এর আগে এই ধরনের ঘটনা এই গ্রামে ঘটেনি। ঘটনা জানাজানি হতেই আতংক বিরাজ করছে গোটা এলাকায়।

শান্তিরবাজারে আদিম জাতি কল্যাণ দপ্তরের সুপারি গাছের চারা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। আদিম জাতি কল্যাণ দফতরের সুপারি গাছের চারা নিয়ে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি, উঠেছে অভিযোগ। ৩৬ শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী মিলে এই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করেছেন।

অভিযোগকারীরা বলেছেন, দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজারে রিয়াং জনজাতিদের আদিম জাতি কল্যাণ দফতর প্রেরিত নষ্ট সুপারি গাছের চারা ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার পথে মনপাথর এলাকায় ট্রাকটিকে আটক করেন বিধায়ক ও তাঁর সঙ্গীরা। তাঁরা জানান, আদিম জাতি কল্যাণ দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর পারেন্দ্র দেববর্মা কোনও প্রকার টেন্ডার ছাড়াই নিজের খেয়ালখুশি মতো মরে যাওয়া ও খারাপ সুপারি গাছের চারা এনে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এলাকায় সহজ সরল রিয়াং জনজাতি অংশের লোকজনদের মধ্যে বিলি করে তাঁদের ঠকাচ্ছেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন, বীরচন্দ্রমনু আদিম জাতি কল্যাণ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস ইনচার্জ পাইনি মগ নিজের মুখে স্বীকার করেছেন এই সব চারা গাছগুলির গুণগত মান খুবই খারাপ।

এদিকে গোমতি জেলার অমরপুর এলাকা থেকে মনপাথর বাজারে সুপারির চারা গাছ সংগ্রহ করতে এসে এক সুবিধাভোগী জানান, এই চারা গাছগুলির মান এতই খারাপ যার জন্য বিগত দিনে তাঁরা ১০ হাজার সুপারি গাছের চারা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

শিশুকন্যা ধর্ষিতা, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার বকবকি দাস টিলায় এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার সঙ্গে জড়িতকে এক মাস পরও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। তাতে পুলিশের ভূমিকা ঘিরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী ঘটনা সম্পর্কে খোজখবর নিতে রবিববার শিশুটির বাড়িতে যান। গত ৩০ মে কদমতলা থানার বকবকি দাস টিলার ৮ বছরের এক শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে পাশের জঙ্গলে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৫৫ বছর বয়সি রঞ্জিত দাস। তার বাড়ি টুলগাঁও। ৮ বছরের শিশুকন্যাটি ওই নর পিশাচের কবল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অফার প্রাপ্ত বেকার সংস্থার বৈঠকে বিভিন্ন দাবী গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রবিবার রাজধানীর স্টুডেন্টস হেলথ হোমে ১৯৯২-৯৩ সালের শিক্ষা দপ্তরে অফার প্রাপ্ত বেকারদের এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য অফার প্রাপ্ত বেকার সংস্থার উদ্যোগে এই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ১৯৯২-৯৩ সালে তৎকালীন জোট সরকারের দেওয়া অফারগুলি বামফ্রন্ট সরকার বাতিল করে দিয়েছিল। দীর্ঘ ২৫ বছর পর সরকার পরিবর্তনের পর অফার প্রাপ্ত এই বেকারদের এখনও ভাগ্যের চাকা ঘুরেনি। এক বছরের বেশী সময় ধরে নীরব আন্দোলন করেও কোনও আশার আলো দেখনি তারা। দেড় বছর ধরে এই ধরনের বৈঠক করা হচ্ছে। অন্য চাকুরীর রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নীরব আন্দোলন করে সরকারের সমস্ত মন্ত্রী- বিধায়ক ও সাংসদদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ভোট ঃ অন্তিম দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃতীয় তথা শেষ দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। রবিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘোষণা দেন প্রদেশ বিজেপির নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ইতিমধ্যেই দুই ধাপে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬,১১১ টি আসনের মধ্যে ৫, ১৮৭ টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

অন্যদিকে ৪১৯ টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ২৮০ টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এবং ১১৬ টি জেলা পরিষদের মধ্যে ৮২ টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় দুই ধাপে। এদিন অবশিষ্ট আসন গুলির প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন প্রদেশ বিজেপির নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই ক্ষেত্রে কাজল কর নামে এক সফট ওয়ার ইঞ্জিনিয়ারের নাম রয়েছে। রাজ্যে ৫৮ টি ব্লকের মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে ৩৫ টি ব্লকে। এই ৩৫ টি ব্লকের জন্য ৪০ জন অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব জেলা সভাপতি ও অবজারভারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সুপ্রীম পাওয়ার দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে বলে জানান তিনি। এদিকে সোমবার রাজ্যে আসছেন বিজেপি-র সাংগঠনিক মন্ত্রী অজয় জাম্বল।

আগামী ৬ জুলাই থেকে শুরু হওয়া সভ্যপদ অভিযান সংগ্রহকে সামনে রেখে বিজেপির- প্রদেশ কার্যালয়ে বৈঠক করবেন তিনি। নির্বাচনে সকলের অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান প্রদেশ বিজেপির নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিন মাসব্যাপী কর্মসূচী গণমুক্তি পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। আগামী তিনমাস রাজ্যব্যাপী জনসংযোগ কর্মসূচীর উদ্যোগ নিচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ তথা জিএমপি। রবিবার আগরতলায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান দলের সাধারণ সম্পাদগ রাধাচরণ দেববর্মা। সভাপতিকে সাথে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকারের বাস্তব দিকগুলি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতেই এই জনসংযোগ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, রাজ্যের পাহাড়ি জনপদে কাজ ও খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে পৌঁছানো হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন হিসেবে সভা ও র‍্যালী সংগঠিত করা হবে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। রাধাচরণ দেববর্মা অভিযোগ করেন রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে এডিসি এলাকায় একটিও ধন ক্রয় করার কেন্দ্র খোলা হয়নি। যদিও ভাল সংখ্যায় কৃষক রয়েছেন কিল্লা, মাছমারা, জম্পুইজলা ইত্যাদি এলাকায়। তাছাড়া, এডিসির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রিলিজ করা হচ্ছে না। তাতে এডিসি এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে বেল দাবি করেন রাধাচরণ। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার বনাধিকার থেকে বহু উপজাতি পরিবারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। যদি তা বাস্তবায়িত হয় তাহলে দেশের প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসমে বন্যায় পাঁচ জেলার ১০,৬৫৯ মানুষ জলবন্দি

গুয়াহাটি, ৩০ জুন।। অসমে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। নতুন করে কোনও এলাকা প্লাবিত হওয়ার খবর নেই। ব্রহ্মপুত্র-সহ বিভিন্ন এলাকায় নদী-উপ নদীর জলস্তর খুব ধীরে ধীরে কমছে। তবে রাজ্যের ছয়টি জেলার যে-সব নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছিল, সেই সব গ্রাম থেকে এখনও জল সরেনি বলে জানা গেছে। বিভিন্ন গ্রামে খাদ্য, পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে।

এদিকে অসমে চলতি বছরের দ্বিতীয় বন্যায় উজান থেকে নিম্নের ছয়টি জেলার বিভিন্ন গ্রামের ১০, ৬৫৯ জন মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। আসাম স্টেট ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এই তথ্য দিয়ে বলেছে, এই সব জেলার মোট আটটি রাজস্ব সার্কলের ৩৬টি গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যাক্রান্ত জেলাগুলি ধেমাজি, যোরহাট, ডিব্রুগড়, নলবাড়ি, বরপেটা এবং বাকসা। মোট ১,৮২৭ হেক্টর কৃষিভূমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে চলতি বন্যায়। এছাড়া ৪,২৬৭টি পল্ট্রি ফার্মও বন্যার দরুন ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। এগুলির ১,৯১৪টি ছোট এবং ২,৩৫৩টি বড়। এছাড়া, বঙাইগাঁও, শোণিতপুর, বাকসা এবং মরিগাঁও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায়-দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার গাঁজাসহ গ্রেপ্তার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। আবারও আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বহিঃরাজ্যে পাচারকালে ট্রেন থেকে বিপুল পরিমাণের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপি। এর সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন আগরতলার জিআরপিএফ থানার ওসি কপিল দাস।

প্রতিদিনের মতো শনিবার রাত প্রায় ১০টায় আগরতলা রেলস্টেশনে 'দেওঘর এক্সপ্রেস'-এর রুটিন তালাশি চালান জিআরপি-র জওয়ানরা। তল্লাশি অভিযানে জিআরপি জওয়ানরা ট্রেনের একটি জেনারেল শ্রেণির কামরায় সন্দেহজনক কয়েকটি ব্যাগ দেখেন। সন্দেহের বশে তাঁরা ব্যাগগুলির মালিকের সন্ধানে আশপাশের যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন এক যুবকের কথাবার্তায় কিছু অসংলগ্ন টের পেয়ে অভিযানকারীরা ব্যাগে তল্লাশি চালান। তালাশিতে ব্যাগগুলি থেকে গাঁজার কয়েকটি প্যাকেট উদ্ধার হয়।

এর পর যুবককে সঙ্গে নিয়ে গাঁজা-ভরতি ব্যাগগুলি ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যান স্টেশনে জিআরপি থানায়। এই প্যাকেটগুলিতে মোট ৭১ কেজি গাঁজা ছিল। এগুলোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে হকার উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। মন্দির নগরী উদয়পুরকে আরও দৃষ্টি নন্দন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য উদয়পুর শহরের হকারদের উচ্ছেদ করে বিকল্প স্থানে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই প্রয়াস বাস্তবায়িত হলে উদয়পুর শহর অনেকটাই যানজট মুক্ত হবে। মন্দির নগরী উদয়পুর ত্রিপুরার মানচিত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে মন্দির নগরী পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। কথিত আছে দেবীর একান্ন পীঠের একপীঠ হল উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। হিন্দু বাঙালি তো বটেই অন্যান্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের কাছেই মন্দির নগরী একটি পবিত্র স্থান। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উদয়পুরকে সমৃদ্ধ করেছে। এরই সুবাদে উদয়পুরে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। উদয়পুর শহরের সেন্ট্রাল রোড ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন।। সদ্য সমাপ্ত দেশের লোকসভা নির্বাচনকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন হিসেবে আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর রবিবার ফের ছিল মন কি বাতের প্রথম পর্ব। আর প্রথম পর্বেই সাতের দশকের জরুরি অবস্থার কথা তুলে ধরে কংগ্রেসের অস্বস্তি বাড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া দেশজুড়ে তীব্র জলসঙ্কট নিয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমন পরিস্থিতিতে জল সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিলেন তিনি।

এদিন মন কি বাতে নরেন্দ্র মোদী বলেন, সদ্যই বৃহত্তম নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে ভারতে। এই নির্বাচনের ব্যাপ্তি বিপুল ছিল। গণতন্ত্রের প্রতি দেশবাসী যে বিশ্বাসী, তা এর থেকে প্রমাণিত। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচন ভারতে ৬১ কোটিরও বেশি ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে এটি। যত সংখ্যাক ভোটদাতা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে, তা আমেরিকার জনসংখ্যার দ্বিগুণ। ইউরোপের মোট জনসংখ্যার থেকে ভারতের ভোটারের সংখ্যা বেশি।

ভোটদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিপুল পরিমাণে উল্লেখজনক অংশগ্রহণের প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী বলেন, অরুণাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেবল মাত্র একজন ভোটারের জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনে ভোটপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী বলেন, হিমাচলপ্রদেশের লাহাউল-স্পিটিতে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৫০০০ মিটার উঁচুতে। ভোটদানের শতাংশের নিরিখে মহিলা ও পুরুষের হার একই ছিল।

গণতন্ত্রের সঙ্গে ভোটগ্রহণের সম্পর্ক ব্যক্ত করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই ভোট করেছে। আমাদের গণতন্ত্র মহান, তা যেন কোনও ভাবেই ভুলে না যাই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধনার ফলে গণতন্ত্র আমাদের শিরায় বইছে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সাফল্য মন্ডিত করার জন্য কয়েক লক্ষ শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর অবদানকে কুর্ণিশ জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, তিন লক্ষ আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশও কাজ করে গিয়েছে। ১০ লক্ষ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়। ৪০ লক্ষ ইভিএম, ১৭ লক্ষ ভিভিপ্যাটও এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা যখন জারি হয়েছিল তখন এর প্রতিরোধ শুধুমাত্র রাজনৈতিক মহল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাশাপাশি সাধারণ মানুষও অনুভব করেছিল যে তাদের থেকে কোনও কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কারাগারে বন্দি করে এই প্রতিরোধ দমিয়ে দেওয়া যায়নি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৫৮ ▫ ১ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ১৫ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ত্রিপুরায় নাসা বলবৎ

জাতীয় নিরাপত্তা আইন (নাসা) তিন মাসের জন্য রাজ্যে কার্য্যকর করিল বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার। জাতীয় নিরাপত্তা আইন ১৯৮০'র আইনে সংস্থান মোতাবেক জাতীয় এবং রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী যেকোন ব্যক্তিকে সন্দেহ হইলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে পুলিশ। এই আইন অনুযায়ী রাজ্যের জেলা শাসকদের যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তি কিংবা রাজ্য এবং জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা রাজ্যে বলবৎ করার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলকেও তেমন সুর চড়াইতে দেখা যায় নাই। কেন্দ্রীয় এই আইনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে অবহিত করা হইয়াছে। ত্রিপুরা সীমান্ত পরিবেষ্ঠিত রাজ্য হওয়ায় এখানে অপরাধমূলক ঘটনা প্রতিরোধে এই আইন কাজে লাগিতে পারে। এই রাজ্যে সীমান্ত পাচার বাণিজ্য চলিতেছে। ধরা পড়িয়াছে নিষিদ্ধ ড্রাগস ট্যাবলেট, ইয়াবা, হেরোইন ব্রাউন সুগার সহ বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য। সম্ভবত এই সমস্ত বিষয় প্রতিরোধের জন্য ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে জাতীয় নিরাপত্তা আইন বলবৎ করা হইয়াছে।

এই নিরাপত্তা আইনে বলা হইয়াছে জাতীয় এবং রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী যেকোনও ব্যক্তিকেই সন্দেহ হইলেই গ্রেপ্তার করার সংস্থান আছে। অতীতেও এরাজ্যে এই আইন বলবৎ হইয়াছিল। এই আইনের বলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাও মেটানোর অভিযোগ আছে। আইনে বলা হইয়াছে সন্দেহ হইলেই গ্রেপ্তার করিতে পারে। সুতরাং এই আইনের অপব্যবহার হইবে না এমন গ্যারান্টি কি আছে? অতীতে এই রকম জাতীয় নিরাপত্তা আইনে বহু রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এই আইনের সংস্থান মোতাবেক বিনা বিচারে আটক করা যায়। ১৯৭৫ সালে বা তার আগে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এরকমই নাসা আইনের বড় ভাই মিসায় বহু বিধায়ক, সাংসদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এই মিসা আইনে অনেক বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদেরও জেল পুরিয়াছিলেন ইন্দিরা বা তাঁহার পছন্দের মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত। সম্ভবত ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরাতেই মিসা আইন প্রথম কার্য্যকর করিয়া অভিজ্ঞতা নিয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বছরই বিরোধী সিপিএম নেতাদের যেমন পাকড়াও করা হইয়াছিল তেমনি নিজ দল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের জেলে পুরিয়াছিলেন। ত্রিপুরা ছিল ইন্দিরার প্রথম পরীক্ষা কেন্দ্র। সুতরাং ত্রিপুরার মানুষ মিসা নাসা সম্পর্কে অনেক বেশী সজাগ ও সতর্ক। অনেক বেশী রাজনৈতিক হিংসা ইত্যাদির ঘটনার সময়ে অতীতে বামেরা নাসা আইন অর্থাৎ বিনা বিচারে আটকের পক্ষে ছিলেন না। সত্যি কথা বলিতে কি, বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর রাজ্য জুড়িয়া হিংসা হানাহানির ভয়ংকর আগুন নাই বলিলেই চলে, বিরোধীরা তো গভীর নিদ্রাতেই শায়িত। অতীতে নগ্ন দলবাজীর খেসারত তো সিপিএমকে এখন খুব বেশী করিয়াই দিতে হইতেছে। দলের ভাঙ্গন এমন পর্য্যায়ে যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে মেরুদন্ড সোজা করিয়া কতখানি দাঁড়াইতে পারিবে বলা মুশকিল। একথা বলিতে দ্বিধা নাই যে, রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। বিরোধীরা তো ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া একেবারে ঘরবৈঠা। পালাইয়া আত্মরক্ষা করিবার কৌশল। সুতরাং অতীতে প্রতিবাদী বিরোধী শক্তি দমাইতে যে ভাবে নাসা ও মিসা ব্যবহার হইত এখন সেই পথ নিশ্চয়ই তেমন প্রয়োজন নাই। আর একথাও সত্যি যে, রাজ্যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নাসা প্রয়োগেরও তেমন তাগিদ থাকিবার কথা নহে। কারণ, রাজ্যে প্রচলিত আইনেই বিস্তর নেশা কারবার বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছে।

নাসা আইন বলবৎ করার ক্ষেত্রে সরকারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরার ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা হইয়াছিল। তখন বামফ্রন্ট সরকার নাসা আইন প্রয়োগ করিয়াছিল। একসময় নাসা আইনের চরম বিরোধীতা করিয়াছিল বামেরা। সোজা কথায়, নাসা, মিসা আইন দেশে 'কুখ্যাত' আইন হিসাবেই বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। বিনা বিচারে আটক মানবিকতার দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই আইন প্রয়োগের তাগিদ আনে। সবচাইতে বড় কথা হইল এই আইন প্রকৃত অপরাধী দমনেই যেন ব্যবহৃত হয়। কোনও অবস্থাতেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার কাজে যাহাতে ব্যবহৃত না হয় তাহা নিশ্চিত করাই বড় কথা। এই আইনের অপব্যবহারও অতীতে হইয়াছে। তাহার পুণরাবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহার নিশ্চিতকরণ করিতে না পারিলে মানুষের প্রতি অবিচার করা হইবে।

বাংলাদেশ সংসদে পাশ হল ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট

ঢাকা, ৩০ জুন (হি.স.): জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট। রবিবার সকাল ১০টায় স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্বে শুরু হয় বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনের কার্যক্রম। সংসদের সামনে মন্ত্রণালয়গুলোর বিভিন্ন দাবির বিপরীতে সংসদ সদস্যরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। দাবিগুলো উত্থাপিত হওয়ার পর অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০১৯ সংসদের সামনে উত্থাপন করেন। এরপরেই সর্বসম্মতিতে কন্ঠভোটে পাস হয় নতুন বাজেট। এ সময় সংসদ সদস্যরা টেবিল চাপড়ে সমর্থন ও অভিনন্দন জানান। সকালে অধিবেশন শুরু হলে বাজেটের ওপর ৫৯টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫৯টি দাবি উপস্থাপন করা হয়। এসব দাবির ওপর ৯ জন সংসদ সদস্য ৫২০টি ছাঁটাই প্রস্তাব আনেন। ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

গত ১৩ জুন ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয় সংসদে। এটি জিডিপির ১৮ দশমিক ১ শতাংশ। এতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে আয় ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১১ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত রাজস্ব আয় ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫ শতাংশ। আর কর বর্হিভূত রাজস্ব আয় ৩৭ হাজার ৭১০ কোটি টাকা। এটি জিডিপির ১ দশমিক ৩ শতাংশ। নতুন বাজেটে জিডিপি-র লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮ দশমিক ২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ধরা হয়েছে, ২ লাখ দুই হাজার ৭২১ কোটি টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ (অনুদানসহ) টাকার অংকে পরিমাণ ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। তবে, মোট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাশের মধ্যেই থাকছে। এই ঘাটতি মোকাবিলায় বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে ৬৮ হাজার ১৬ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে ৭৭ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হবে ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা। ২৭ হাজার কোটি টাকা নেওয়া হবে সঞ্চয়পত্র বিক্রি থেকে এবং অন্যান্য উৎস থেকে নেয়া হবে ৩ হাজার কোটি টাকা।

লাইফ সাপোর্টে এরশাদ!

মনির হোসেন,ঢাকা ৩০ জুন: জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, দলের চেয়ারম্যান সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। দেশের বাইরে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে আমাদের পরিবার প্রস্তুত। তবে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) চিকিৎসায় আমাদের আস্থা আছে। রবিবার সন্ধ্যায় জাপা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের বলেন, সকাল থেকে এরশাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তার ফুসফুসে পানি চলে এসেছে, দেখা দিয়েছে ইনফেকশন। পরে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। ওষুধের পরিবর্তন করে তার ইনফেকশন বন্ধের চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেন, মিডিয়াতে প্রচার হয়েছে, অর্থের অভাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এক দেশ এক নির্বাচন কতখানি বাস্তব

অচিন রায়

সারা দেশে কেন্দ্র ও রাজ্যে একইসঙ্গে নির্দিষ্ট সময়সীমায় একটিই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার একটি প্রস্তাব করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুভ উদ্দেশ্য, নাকি দফায় দফায় নির্বাচনের বিপুল ব্যয়ভার কমানো ও খেপে খেপে নির্বাচনী দমকা হাওয়ায়, সুশাসনের বিষম হ্রাস করা। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নেই। এই সিদ্ধান্তের ফলে, আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক ধারায় লোকমত প্রতিষ্ঠা, সেটা কতখানি সুরক্ষিত থাকবে তা অবশ্য বিবেচনার বিষয়। কেননা আমাদের গণতন্ত্রে সার্বভৌম অধিকার দেওয়া হয়েছে, দেশের নাগরিককে এবং সেই নাগরিকদের নির্বাচনে মনোনীত সরকারকে দেওয়া হয়েছে জনপ্রতিনিধিরূপে সেই অধিকারকে সর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই লোকমতের অধিাকরকে সুরক্ষিত রেখেই, যে কোনও নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে অবশ্য ২০২৪ সালের আগে কেন্দ্রীয় নির্বাচনের কোনও প্রশ্ন নেই। কেননা এবছর বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিজেপি একাই তিনশোর অধিক আসন দখল করে পাঁচ বছরের জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার একচ্ছত্র অধিকার পেয়েছে । তা ছাড়া জাতির জনক গান্ধিজির সার্ধশতবর্ষে জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য 'স্বচ্ছ ভারত' মিশনকে সর্বাংশে সফল করার একটি সরকারি অঙ্গীকার আছে। উপরন্ত আছে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রকল্প ও দেশের অর্থনীতিকে পাঁচ ট্রিলিয়নে নিয়ে যাওয়ার একটি উচ্চাশ্য। সুতরাং কেন্দ্রীয় নির্বাচন যে আপাতত পাঁচ বছর সময়সীমার সুনির্দিষ্ট তার পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই।

এখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যে নির্বাচন একসঙ্গে করার প্রস্তাবে মূল প্রশ্ন হলো, আগামী সমস্ত রাজ্য নির্বাচনকে ২০২৪ অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, অথবা সমস্ত রাজ্যের নির্বাচন মাঝামাঝি সময়পর্বে সমাধা করার চেষ্টা হবে। অবশ্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মধ্যবর্তী সময়ে সমস্ত রাজ্যগুলি একসঙ্গে নির্বাচন করার জন্য একটা প্রস্তাব রেখেছেন, ভাষ্যকার স্বামীনাথন আইয়ার তাঁর কলামে। আসলে একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বজায় থাকলে তবেই মধ্যবর্তী সময়ে একসঙ্গে রাজ্য নির্বাচনের কথা ভাবা যেতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্যের একসঙ্গে নির্বাচনে যদি কেন্দ্রে ত্রিশঙ্কু অবস্থা হয়, তাহলে রাজ্যেও তার ফলে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। কেন্দ্র নিরপেক্ষ রাজ্য সরকার করতে গেলে নতুন করে ফেডারাল ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে।

বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে, স্বাধীনতা পরবর্তী চারটি নির্বাচনে (১৯৫২-১৯৬৭) কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে একইসঙ্গে ভোটদান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল। কেননা তখন কেন্দ্র ও রাজ্যে ছিল একই কংগ্রেস পার্টির শাসন। একবারই ছন্দপতন ঘটেছিল যখন সাতান্ন সালের পর কেরলে নির্বাচিত বামপন্থী নামবুদ্রিপাদ সরকারকে মহাগণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী নেহরুজি, তাঁর সুকন্যা তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার পরামর্শে, বিধানসভায় গরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ না দিয়ে প্রথম ৩৫৬ ধারার প্রয়োগে বরখাস্ত করেন। সাতষট্টি সালের পরে, একসঙ্গে নির্বাচনের ইতির পরবর্তীকালে মহান গণতান্ত্রিক ইন্দিরা গান্ধি, জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে ভজকেস্ট ইন্দিরা কংগ্রেস তৈরি করে যেখানে সেখানে রাজ্যে রাজ্যে নিজের খেয়াল খুশিমতো ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ করে সরকার উৎখাতে অঘটন ঘটন পটিয়সীর পরিচয় দান করেন।

তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হয় কাশ্মীর যার ফলে আমরা একড়ও ভোগ করছি। বোম্বাগড়ের রানির মতো তিনি কাশ্মীরে, কংগ্রেসের দলীয় পাদপাতের স্বার্থে, জনগণের নির্বাচিত ফারুক আবদুল্লা সরকারকে বরখাস্ত করে তাঁর এক বশংবদকে মসনদে বসিয়ে সে রাজ্যে সদ্য অঙ্কুরিত গণতন্ত্রের নটেগাছটি মুড়িয়ে দেন। রাজ্যে সদ্য অঙ্কুরিত গণতন্ত্রের নটেগাছটি মুড়িয়ে দেন। ফলে, নির্বাচনের প্রতি জনগণের যে অনাস্থার জন্ম দিলেন, তার বিষফল থেকে দেশে আজও ভুগছে। অনুরূপভাবে পাঞ্জাবেও আকালি দলকে হটিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, যে ভিনদ্রানওয়ালের ভূতকে সৃষ্টি করেন, তার করালগ্রাসেই তাঁর করুণ পরিণতি। তার পরে তাঁর বংশপরস্পরায় গান্ধি কংগ্রেস যে গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের রাজ্য সরকার উৎখাত করার ধারাকে অব্যাহত রাখে, তার বিরতি ঘটে বিহারে অন্যায়ভাবে সরকার বরখাস্ত করায় অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তা নাকচ হয়ে যাওয়ার পর।

সাতষট্টি সালের পরই যখন একাধিক রাজ্যে কংগ্রেস তার মসনদ হারায়, তখন খিড়কি দিয়ে রাজ্য অধিকারের বাসনায়, রাজ্য সরকার বরখাস্ত করার একটি কংগ্রেসে কালচার তৈরি হয়। বিশেষভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেটি খুবই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সাতষট্টি সালে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির শাসনে উনসত্তর সালে আবার বিদানসভার পরবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়, কিন্তু অচিরেই গদি হারায়। পরবর্তী একাত্তরের নির্বাচনে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস স্থায়ী সরকার গঠন করে। তা ছাড়া দলীয় রাজনীতির টালমাটালে রাজ্যে রাজ্যে দেখা যায়, মধ্যবর্তী নির্বাচনের তো ছড়াছড়ি।

এবার কেন্দ্রে দিকে লক্ষ দিলে দেখা যায়, উনসত্তর সালে কংগ্রেস ভাঙানের পর ইন্দিরা সরকার সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও, মূলত বামপন্থীদের মদতে সরকার চালিয়ে পূর্ণ মেয়াদের একবছর আগে নির্বাচন ঘোষণা করে। একাত্তর সালে নির্বাচনে ইন্দিরা বিপুলভাবে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু নির্বাচনে বিধিভঙ্গের দায়ে, সমাজতান্ত্রী রাজনারায়ণের অভিযোগে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরার নির্বাচন বাতিল হয়ে যায় এবং ছয় বছরের জন্য তিনি সংসদের সদস্যপদ হারান। এই রায়কে নাকচ করতে ইন্দিরা মহীয়সী জরুরি অবস্থা ারি করে সংবিধানের খোলনলচে পাল্টে, সংসদের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধিকরে, ছয় বছর পরে সাতাত্তরের নির্বাচনে ধরাশায়ী হন।

ইন্দিরাপতন আন্দোলনের নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিরোধী দলের জোটে গঠিত জনতা পার্টি স্ব স্ব প্রধান নেতৃত্বের দাবির কলহে, দু'বছর না যেতেই সরকারের পতন ঘটে। তার পরে ইন্দিরার পুনরুত্থান এবং ইন্দিরা হত্যা প্রতিক্রিয়ার ঝড়ে বিপুল সমর্থনে রাজীবের প্রধানমন্ত্রীরূপে উত্থান। কিন্তু বোফর্স কেলেঙ্কারির দায়ে রাজীব সরকারের পতন হয়। অতঃপর কংগ্রেসের পরাজয়ে একাধিক কোয়ালিশন জমানায় আয়ারাম গয়াগাম সরকারের পর রাজীব হত্যার ফলে নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের নরসিমা রাওয়ের সফল নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে। নরসিমার পর আবার কেন্দ্রে অস্থিরতা এবং অবেশেষে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ কোয়ালিশ একটি স্থায়ী সরকার সফলতার সঙ্গে মেয়াদ পূর্ণ করে পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের পর মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ সরকার দশ বছরের জন্য স্থায়ী হয়।

এই স্থায়িত্বের প্রশ্নেই, লালকৃষ্ণ আদবানির এনডিএ অপেক্ষা মনমোহনের ইউপিএ (২)-কে মানুষ অধিকতর সমর্থন জানায়। আবার সেই ইউপিএ কোয়ালিশনের স্ব স্বা প্রধান দুর্নীতির ছিন্নভিন্ন অবস্থা ভেদ করে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভ্যুদয় ২০১৪ সালে।। কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত ছিন্নভিন্ন ইউএস সরকারের বিচিত্রগামী, সঙ্কীর্ণ স্বার্থবাহী, আঞ্চলিক দলের জোট অপেক্ষা মোদির 'সব কা সাথ সব কী বিকাশ'এর আহ্বানে একটি স্থায়ী সরকারের সম্ভবনায় এনডিএ জনগণের আস্থার অধিকারী হয়। এবছরেও 'কত না বরণ কত গন্ধ, কত না কাহিনি, কত না ছন্দের বিরোধে আবিল দলগোষ্ঠী অপেক্ষা কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম মোদি সরকারকেই নাগরিকরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে। মোদির নির্বাচনী স্লোগানে মজবুর সরকার অপেক্ষা মজবুত সরকারকেই জনগণ জয়যুক্ত করেছে। সুতরাং একথা স্বষ্ট যে, কেন্দ্রে আমাদের একটি স্থায়ী এবং সক্ষম সরকার প্রয়োজন। বিশেষ করে বৈরী প্রতিবেশী পাকিস্তান এবং চিনের সঙ্গে আমাদের যথার্থ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আপাতত দুরাশামাত্র এবং তাদের সঙ্গে শঠে শঠ্যাংই হবে আমাদের মূল নীতি। এবং শঠের সঙ্গে মোকাবিলায় প্রয়োজনে শক্তির প্রদর্শন তথা কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা প্রয়োজন। সেখানে মেকি বামপপন্থী ও সিউডো সেকুলারদের মহানুভভ শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

সুতরাং আমাদের প্রথম নজর দিতে হবে, কেন্দ্র একটি স্থায়ী ও সক্ষম সরকার গটনের জন্যে নির্বাচন। এই সূত্রে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সকলে নিশ্চিত। কিন্তু মোদ নেতৃত্বে এনডিএ সরকারের এই বিজয়যাত্রা অব্যাহত না ও থাকতে পারে। কিংবা অর্থের প্ররোচনায় বা দলত্যাগীগের মতি পরিবর্তনের ফলে, সরকারের সংখ্যা হ্রাসে স্থায়িত্ব বিঘ্নত হতে পারে, যেমন চন্দ্রশেখরের গোষ্ঠীগত দলত্যাগের ফলে ভি পি সিং সরকারের পতন ঘটেছিল সেই ব্যবস্থারও একটি বিহিত রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত আমরা কেন্দ্রীয় নির্বাচনটি পাঁচ বছর অন্তর করার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারি সংবিধানগতভাবে। জার্মানিতে, বিগত ছাপ্পান্ন বছরে একবার ছাড়া এতাবত কোয়ালিশন সরকারই দেশ চালাচ্ছে, একজন চ্যান্সেলর নির্বাচন করে। ফলে ফেডারাল নির্বাচনের আগেই কোয়ালিশন পাটনাররা একটি সম্মত কর্মসূচির প্রতিশ্রুতিতে নির্বাচন লড়ে। সরকার পরিচালনার মধ্যপথে যদি দেখা যায়, কোয়ালিশন দলগুলির মধ্যে তীব্র মতভেদ তাহলে সরকারের পতনে নতুন সমীকরণে দ্বিতীয় সরকার কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন হবে দলগত। দ্বিতীয় সরকার ও আস্থা হারালে অতঃ পর নির্বাচনের ব্যবস্থা। কিন্তু সে ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। জার্মান ফেডেরাল পার্লামেন্ট, বুন্ডেস্ট্যাগ-এর মেয়াদ চার বছরের।

আমাদের দেশেও আগামীতে কোয়ালিশনেরই যুগ। সুতরাং নির্বাচনের আগে, যেমন এনডিএ কোয়ালিশন জয়ী হয় সরকারে আসীন, তেমনই বিরোধীপক্ষ ও সমমনস্কদের নিয়ে এক বা একাধিক কোয়ালিশন গড়ে তুলতে পারে। তার ফলে সরকার পক্ষের পরাজয়ে (আপাতত সম্ভাবনা নেই) নতুন সরকার গঠন করতে পারে। অন্যথায় সেই দলগোষ্ঠী সরকার বিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয় হতে পারে। অবশওই সংসদ হই-হট্টগোল বা ওয়াকআউট নয়, বরং গঠনমূলক আলোচনায় বা বিরুদ্ধে সামালোচনা একসাতে অংশ নিতে পারে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে পারে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তবে পাঁচ বছর অন্তর স্থায়ী সংসদ গঠনের উদ্দেশ্যে, সর্বসম্মতভাবে একটি সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন।

প্রথমত যে দল বা গোষ্ঠী, সংসদে আস্থাভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে, তাকে অন্তত দু'বছর ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং সরকারের কাজে বিরামহীন সমালোচনা করলেও, অযথা অনাস্থা প্রস্তাবের নাটক করলে চলবে না। এ বিষয়ে কঠোরভাবে দলত্যাগ নিয়ন বলবত করতে হবে, যাতে কেউ দলত্যাগ করলেই তাকে ইস্তাফা দিয়ে পুননির্বাচনে দাঁড়াতে হয়। প্রকাস্যে টাকা খেয়ে আনুগত্য বদল চলবে না। দু'বছরের পর অনাস্থা প্রস্তাব যদি ভোটে পাশ হয় তাহলে একটি বিকল্প সরকারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে তবেই সরকার গঠনের দাবি করা যাবে। যদি আস্থা ভোট গ্রহণে জয়ী হয় তাহলে দ্বিতীয় সরকারকে দু'বছরের জন্যে কাজ করতে দিতে হবে।

দু'বছর পরে যদি আবার অবস্থার পরিবর্তনে অনাস্থা প্রস্তাবে সরকার পরাজিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল কররা ঘোষণা করছেন। এবার স্থায়ী রাজ্যসভা বাতিল করার ঘোষণা করবেন। এবার স্থায়ী রাজ্যসভা থেকে বিভিন্ন দল থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করে একটি জাতীয় সরকার গঠন করে কাজ চালাতে বলবেন, নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময় অবাধি। এই জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীত্বের ভার সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে পারেন, উপরাষ্ট্রপতি। এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান, অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের কাজ করতে পারেন। দল বদলে, পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার ঝামেলা থাকলে, দলত্যাগের সংখ্যা কমতে বাধ্য। একইভাবে লোকসভা বাতিলের আশঙ্কা থাকলে সাংসদ দায়িত্বহীনের মতো অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বন্ধ্যা রাজনীতি করা তেকে বিরত হবেন। আসলে রোজ রোজ অনাস্থার নাটকে বিফল বাক্যস্রোতের ব্যর্থ পরিশ্রম বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

রাজ্যস্তরেও একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে, রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যপালের ভূমিকাকে মুখ্য করে। তবে আমাদের দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, রাজ্য পুলিশের মদতে সরকার পার্টির গুণ্ডার তাণ্ডব যেভাবে 'রবল হয় ওঠে, সেখানে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য নির্বাচন হওয়া উচিত, অবশ্যই রাজ্যপালের অধীনে , সিআরপি-র সক্রিয় তত্ত্বাবধানে এবং রাজ্য ইলেকশান কমিশনারের নিরপেক্ষ পরিচালনায়। এই ইলেকশন কমিশনার নির্বাচনে কখনওই রাজ্যের অধীনে কোনও বুরোক্র্যাটকে নিয়োগ করা ঠিক হবে না। কেননা পশ্চিমভেঃ বাম আমল থেকে প্রমাণিত উচ্চাভিলাষী আমলারা দলদাসের ভূমিকায় নির্বাচনের কারচুপিকে গ্রাহ্য না করে অকুষ্ঠিতভাবে অবধা ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ছাপ দেয় ভিনরাজ্য থেকে আসা নির্বাচন পর্যবেক্ষকরাও সরকারি পয়সায় ফুর্তি করে কমিশনের মিথ্যাচারের দোসর হয়। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তো শাসকদলের চাপে কমিশনার সাহেব নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থায়। কেননা শাসক দলের মিনিস্টার গুণ্ডারাই তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। শাসকদলের এই বেহায়া বজ্জাতি বন্ধ হতে পারে পূর্ববর্তী রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডের নিরপেক্ষ নির্বাচনের অনড় সিদ্ধান্তে। তিনি সুপ্রিম কোর্ট অবধি ধাওয়া করেছিলেন উপযুক্ত রক্ষীবাহিনী সংগ্রহে। কিন্তু তাতেও অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি।

সুতরাং আমাদের দেশ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে একান্তভাবেই সেটা রাষ্ট্রপিতর শাসনে, রাজ্যপালেরঅধীনে, দক্ষ নির্বাচন কমিশনারের পরিচালনায় করা দরকার। রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে, ও রাজ্যস্তরে রাজ্যের জন্যে একটি ইলেকশন কমিশনের জন্য ক্যাডার সার্ভিস করা যেতে পারে। সরকারের সঙ্গে সংস্রবহীন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারবিভাগ বা সেনাবাহিনীর উচ্চ পদাধিকারী থেকে । টি এন শেষণ বা মীরা পাণ্ডার মতো অবসরপ্রাপ্ত আমলা কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বা জেলা জর্জকে নির্বাচন কমিশনের কর্ণধার করা যেতে পারে।

রাজ্য কমিশন এ কমিশনার স্বাধীনভাবে কাজ করবেন এবং একমাত্র রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছে দায়ী থাকবেন। কেন্দ্রীয় ইলেশন কমিশন দায়ী থাকবেন, রাষ্ট্রপতির কাছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, স্বাধীনতার পর একমাত্র অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, ভোটার লিস্ট নতুনকরেতৈরি থেকে অবাধে ভোটদান ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ফলেই শেখ হাসিনা বিপুল গৌরবে জয়ী হয়ে বাংলাদেশে উন্নয়নের কর্ণধার হন।

নির্বাচনের প্রধান পুরোহিত নির্বাচন কমিশনকে যদি সরকার ও দলের প্রভাবমুক্ত পুলিশ গুণ্ডার দাপটমুক্ত তথা দলসেবার উচ্চাভলাষমুক্ত যথার্থ নিরপেক্ষ করা না যায়, তাহলে কিন্তু জনমতের প্রতিফলিত ভোটের নির্বাচনকে কিছুতেই অবাধ ও নিরপেক্ষ করা সম্ভব নয়। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের গণতন্ত্রে একদিনের বুলেটের ব্যবহারে ব্যালট নিয়ন্ত্রণ করে যদি পাঁচ বছরের রাজত্ব কায়েম করে কোটিপতি হওয়ার চিচিং ফাঁকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে সেই জোঁকের মুখে নুন দিতেই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেই সম্ভব করতে পারলেই, পাঁচ বছর অন্তর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের নির্বাচন করা মোটেই অসম্ভব নয়। **(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)**

রবিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখছেন বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকরা। ছবি- নিজস্ব।

সোনারির এক স্কুলে প্রার্থনার নামে নামাজ, বিরূপ প্রতিক্রিয়া, এফআইআর এবিভিপি-সহ আরও তিনজনের

সোনারি (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : চড়াইদেও জেলা সদর সোনারির নবনির্মিত একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে কচিকাঁচা শিশুদের প্রার্থনার নামে নামাজ আদায় করানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, সোনারি শহরের সেউজিপামে চলতি বছরে স্থাপিত 'ওয়েলবর্ন পাবলিক স্কুল' (ঢত্রনতুনদ্রন্দ্রত্র ঞ্চন্ডতুনহুত্ব ছত্বদ্ধদ্রন) নামের ইংরেজি মাধ্যমের এক বিদ্যালয়ে পাঠপর্ব শুরুর আগে সকালে অ্যাসেমব্লির সময় ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের প্রার্থনার বদলে আরবি ভাষায় নামাজ আদায় করানো হয়। বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে গেলে সোনারি-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সচেতন মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং এলাকার অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভাবাবেগে আঘাত করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে সোনারি থানায় তিনটি এফআইআর জমা পড়েছে।

এফআইআর দায়ের করেছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সোনারি শাখার কয়েকজন পদাধিকারী, জনৈক অভিভাবক সৌরভ বরগোহাঁই এবং জনৈক সামাজিক কার্যকর্তা কমলজ্যোতি হাজরিকা। প্রদত্ত এফআইআর-এ এবিভিপি বলেছে, সম্প্রতি এক ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, নবনির্মিত বেসরকারি বিদ্যালয় ওয়েলবর্ন পাবলিক স্কুলে সকালে প্রার্থনাস্থলে প্রার্থনার নামে জনৈক শিক্ষিকা কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীদের আরবি ভাষায় নামাজ আদায় করাচ্ছেন। কীভাবে নামাজ আদায় করতে তা-ও শেখাচ্ছেন তিনি। তাই ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আনুরোধ জানিয়েছেন এবিভিপি কার্যকর্তারা।

উল্লেখ্য, সোনারি শহরে সেউজিয়াপামে সিবিএসই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত জনৈক ব্যবসায়ী শামিম আহমেদ কর্তৃক নবনির্মিত বেসরকারি ওয়েলবর্ন পাবলিক হাইস্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের জনৈক শিক্ষিকা আরবী ভাষায় নামাজ আদায় করাচ্ছেন দৃশ্য সংবলিত একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে সমগ্র চড়াইদেও জেলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ওই শিক্ষিকাকে জনৈক কাশ্মিরী দত্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে একাধারে কোরাণের আয়াত পড়ছেন, আর তাঁর সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারণ করছে প্রার্থনাস্থলে জমায়েত কচিকাঁচা হিন্দু-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী পড়ুয়ারা। ভিডিওটি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে এর দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং অভিভাবকরা।

এদিকে নবনির্মিত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ওয়েলবর্ন পাবলিক স্কুলের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শামিম আহমেদ এর দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে চিড় ধরাচ্ছেন অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন বীর লাচিত সেনার চড়াইদেও জেলা সমিতির সভাপতি রাজীবরাজ ফুকন।

শান্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলামার প্রতিনিধি দল ভাটপাড়ায়

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার কাঁকিনাড়া, ভাটপাড়াসহ জগদ্দলের উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও শান্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরির নেতৃত্বে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলামার একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলামার হিন্দের রাজ্য সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরিসহ ৬ জনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম, কলকাতা জেলার সভাপতি হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক, জেলা সম্পাদক জিল্লুর রহমান, নাখোদা মসজিদের ইমাম শাফিক কাশেম প্রমুখ।

এদিন দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত তিনঘন্টা ধরে এলাকার শান্তি ফেরানোর আর্জি জানিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। সর্দার ইশা খান মসজিদে শান্তিপ্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়।এলাকার অসংখ্য ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুট ও অগ্নিসংযোগের কথা অলোচনায় উঠে আসে।

মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরি এলাকার মানুষের অভিযোগ শোনেন। প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধিরা এলাকাবাসীকে বলেন, এই ঘটনায় এলাকার অনেক সম্পদ ক্ষতি হয়েছে। পুলিশের কাছে অনেক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দুস্কৃতিরা এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করে পালিয়ে গিয়েছে। গোটা ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে। এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা আহ্বান জানান।

পাশাপাশি এদিন ওই প্রতিনিধি দল বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার সঙ্গেও দেখা করেন। এদিন ডিসি অজয় কুমার ঠাকুর সহ বারাকপুরের পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ আধিকারিকরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ক্ষতিপূরণের বিষয় ছাড়াও এলাকার শান্তি বজায় রাখতে প্রতিদিন পুলিশি টহল ও নজরদারির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, পুলিশ এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে সব রকমের চেষ্টা করছে। এলাকার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের আশ্বস্ত করার কাজ চালানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি এলাকা জুড়ে পুলিশি টহল ও নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারের ভূমিকারও প্রসংশা করে জমিয়তের প্রতিনিধি দল।

জায়রাকে অভিনন্দন ওমর, মুফতির

শ্রীনগর, ৩০ জুন (হি. স.) : জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিমের অভিনয় জগৎ থেকে সড়ে দাঁড়ানোর ঘোষণার পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সাফল্য কামনা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা সহ আরও অনেকে। স্বাগত জানিয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত মুফতি ইসমাইল মেনক-ও।

বিখ্যাত "দঙ্গল" সিনেমা দিয়েই পাঁচ বছর আগে বলিউডে যাত্রা শুরু করেছিলেন জায়রা ওয়াসিম। ভারতীয় কুস্তিগীর গীতা ফোগটের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এনে দিয়েছিল জাতীয় পুরস্কার। জুটেছিল সমালোচকদের প্রশংসাও। এবার সেই অভিনয় থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম রবিবার চলচ্চিত্র জগৎ থেকে নিজেকে 'বিচ্ছিন্ন' করার কথা ঘোষণা করে বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস ও ধর্মের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে এমন কাজ করে তিনি খুশি নন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে সাড়ে পাঁচ পাতার একটি পোস্টে নিজেই একথা ঘোষণা করলেন অভিনেত্রী।

জনপ্রিয়তা ও কেরিয়ারের এই সুসময়ে অভিনেত্রীর এমন সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন অনেকেই। আবার শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন অনেকেই। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা টুইটারে অভিনেত্রীকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'কে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চান? তিনি জীবনে যা চেয়েছেন সেইমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে। আমি তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।' শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাক্তন আমলা ও রাজনীতিবিদ শাহ ফয়জলও।

১৮ বছর বয়সী জায়রা ওয়াসিম তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'এই ফিল্ড আমাকে অনেক ভালবাসা, সমর্থন, প্রশংসা দিয়েছে, কিন্তু এই ফিল্ড আর যেটা করেছে তা হল আমাকে ক্রমশ অবমাননার দিকে ঠেলে দিয়েছে, ক্রমশ অসচেতন ভাবে আমি আমার ইমান (বিশ্বাস)-এর থেকে বেরিয়ে এসেছি। কারণ আমি এমন একটা পরিবেশে কাজ করতাম যা ক্রমাগত আমার ইমানের মাঝে এসে দাঁড়াত, ধর্মের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।'

অন্যদিকে, বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত মুফতি ইসমাইল মেনক, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেসবুকে জায়রার পোস্টের কমেন্ট সেকশনে লিখেছেন, 'সর্বশক্তিমান আপনাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার সঙ্গে থাকুন, পরিচালনা করুন, রক্ষা করুন, পরবর্তীতে আপনাকে এই পৃথিবীর সকল মঙ্গল, সুখ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ এবং সাফল্য দান করুন এবং আমাদের প্রত্যেককেই একইভাবে আশীর্বাদ করুন। আমীন।'

শিলচরগামী গাড়ি থেকে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের আফিম উদ্ধার মণিপুরের জিরিবামে, গ্রেফতার দুই

জিরিবাম (মণিপুর), ৩০ জুন (হি.স.) : গতকাল প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের ১১১.৯১৫ কিলোগ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছিল রাজ্যের থউবাল জেলায়। আজ রবিবার দুপুরের দিকে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলা সীমান্তঘেঁষা মণিপুরের জিরিবামে উদ্ধার হয়েছে আরও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের আফিম।

এ তথ্য দিয়ে জিরিবাম থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে মাদক নিবারণ শাখা এবং রাজ্য পুলিশের এক দল চন্দ্রপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় শিলচরগামী এমএন ০১ এস ৬২৭৪ নম্বরের একটি মারুতি সুজুকি কারে তালাশি চালিয়ে ২০ কিলোগ্রাম ওজনের আফিম উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত আফিমগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মনতেশ প্রসাদ এবং মনোজকুমার গুপ্তা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

উভয়ের বাড়ি বিহারে, জানান জিরিবাম থানার ওসি।

জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা নাকি বলেছে, আফিমগুলি রাজ্যের কাংকোপি এলাকার জনৈক ব্যক্তি তাদের হস্তান্তর করেছে, শিলচর (অসমের কাছাড় জেলা সদর) পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শনিবার মণিপুরের থউবাল জেলার পুলিশ এবং মাদকদ্রব্য ও সীমান্ত বিষয়ক বাহিনীর যৌথ অভিযানে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের ১১১.৯১৫ কিলোগ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছিল। এর সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মাদক তৈরির কারখানাও। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তিন যুবক শামিম পুসাম (৩৫) নামের এক মহিলা, মহম্মদ মতলিব (৪০) এবং মহম্মদ সেরাজউদ্দিন মহম্মদ (২৯)-কে। এছাড়া ওইদিনই ছয়টি আফিমের প্যাকেট-সহ এক যুবককে আটক করেছিলেন থউবালের গ্রামরক্ষী বাহিনীর দল।

জায়রা ওয়াসিম ও নুসরত জাহান : ইসলামী ফতোয়ার বিরুদ্ধে সরব তসলিমা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি. স.) : বরাবরই ইসলামী ফতোয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। যার জন্য তাঁকে নিজের দেশ থেকেও নির্বাসিত হতে হয়েছে। এবারও তাই ফতোয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে নুসরত জাহানকে পূর্ণ সমর্থনের পাশাপাশি অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিমের সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করলেন তসলিমা। শনিবার দেওবন্দের ইমামরা নুসরতের সিঁদুর পরা দেখে ক্ষুব্ধ হন। নুসরত কেন অ-মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করলেন এবং কেন হিন্দু স্বামীর পদবী ব্যবহার করলেন লোকসভায় শপথ নেওয়ার সময়, সেই প্রশ্নও তুলেছেন ইমামরা। নুসরতের বিরুদ্ধে ফতোয়াও জারি করা হয়। অপরদিকে, রবিবার নিজের ধর্মবিশ্বাসে আস্থা রেখে অভিনয় থেকে সড়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন "দঙ্গল" খ্যাত বলিউড অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম।

এদিন জায়রাকে কটাক্ষ করে তসলিমা তাঁর ট্যুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'অভিনয় ছাড়তে চান কারণ তাঁর কেরিয়ার আল্লাহর ওপর থেকে তাঁর বিশ্বাসকে সরিয়ে ফেলছে! বোকার মতো সিদ্ধান্ত ! বোরখার অন্ধকারে কত কত মুসলিম প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে।' অন্যদিকে, গত মঙ্গলবার বেগুনি পাড় সাদা শাড়িতে লোকসভায় যান সদ্য বিবাহিতা নুসরত। কপালে সিঁদুর, হাতে চূড়া। পরিষ্কার বাংলায় শপথ নেন তিনি। আর তারপরই তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয় ফতোয়া। এদিন নুসরত জাহানকে সমর্থন করে তসলিমা লিখছেন, 'নুসরত মুসলিম আর তিনি অ-মুসলিম নিখিল জৈনকে বিয়ে করেছেন। হিন্দু রীতি মেনে হয়েছে বিয়ে। কেউ ধর্মান্তরিত হননি। কিন্তু দেওবন্দের ইমামরা ক্ষুব্ধ। তাঁরা চান অ-মুসলিমদের বিয়ের আগে ধর্মান্তরিত করতে হবে।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'ভিন্নধর্মের বিয়েতে হ্যাঁ বলুন আর ধর্মান্তকরণে না।'

রবিবার ত্রিপুরা রাজ্য অফার প্রাপ্ত বেকার সংগঠনের কর্মকর্তার সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের লামাজুয়ারে সড়ক দুর্ঘটনা হত এক, আহত শিশু-সহ তিন মহিলা

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জে ফের সড়ক দুর্ঘটনা। এবার জেলার লামাজুয়ারের ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে টেম্পো চালক বলে শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক শিশু-সহ তিন মহিলা। তাঁদের শ্রীগৌরী সরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার বদরপুর থেকে করিমগঞ্জ আসছিল যাত্রীবোঝাই ডিজেল চালিত একটি টেম্পো (এপি)। কিন্তু লামাজুয়ার এলাকায় দ্রুতগামী এনএল ০১ ৪৫৮৫ নম্বরের একটি ট্রাক এসে এপি-র পিছন দিকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় এপিটি যাত্রীদের নিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় দশ ফুট নীচে পড়ে যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এপি থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে সংলগ্ন শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যান।

অন্যদিকে এপির নীচে চাপা পড়া তার চালক জনৈক আনোয়ার হুসেনকে সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে।

কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে শ্রীগৌরী সরকারি হাসপাতালে ভরতি করে যাঁদের চিকিতসা চলছে তাঁরা ফইজুননেসা বেগম (৫০), সঈদা বেগম (৯) এবং সুখরানা বেগম (২০)।

অন্যদিকে ঘাতক ট্রাক নিয়ে চালক দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বদরপুর থানার পুলিশ তাকে আটক করেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল শনিবারও করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত দেওলাখাল এলাকায় এক যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক নাবালক এবং দুই মহিলা ছিলেন।

একই ঘটনায় আরও ৩২ জন যাত্রী আহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আটজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা চলছে। বাকিদের করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে।

হুল দিবসে দ্বিতীয় বর্ষের সম্মেলনে একগুচ্ছ দাবিতে সরব কুড়মি সমাজ

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুন (হি.স.) : কুড়মিদের তপশিলি জাতি ভুক্ত করা,কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানে অষ্টম তপশলি ভুক্ত করা এবং সারনা ধর্মের কোডের স্বীকৃতি সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হলেন কুড়মি সমাজের নেতৃত্বরা। রবিবার হুল দিবসের দিন ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ীতে আদিবাসী কুড়মি সমাজের দ্বিতীয় বর্ষে সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন কুড়মি নেতৃত্ব। সমাজের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লিতে দরবার করা হবে বলে দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে আদিবাসী কুড়মি সমাজের নেতৃত্বরা জানান।

এদিন কুড়মি সমাজের দ্বিতীয় বর্ষ রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা ঊ পাশাপাশি ওড়িশা, ঝাড়খন্ড রাজ্যের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন দ্বিতীয় বর্ষ রাজ্য সম্মেলনে । এদিন রাজ্য সম্মেলনের পাশাপাশি হুল দিবস পালন করা হয় কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে। এই উপলক্ষ্যে এই দিনটি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তারা আলোকপাত করেন। কুড়মি সামজের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দল নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। পতাকা উত্তোলন সহ সিধু-কানহু সহ বীর শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিরা।এদিনের সম্মেলন থেকে আদিবাসী কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে কুড়মিদের জাতি সত্ত্বার তিনটি দাবি উঠে আসে। উল্লেখ্য আদিবাসী কুড়মি সামজের পক্ষ থেকে এই তিন দফা দাবি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করা হয়ে আসছে। কুড়মিদের এই সামাজিক সংগঠনটি দাবি আদায়ে রেল টেকা, ডহর ছেঁকা, জিগিরজিতা গবচন, মাহুর উঁড় আগুয়ান এ দিল্লি পাড়ি দিয়েছিল সংগঠনের প্রতিনিধিরা। লোকসভা নির্বাচনের আগে " সদরিয়া সাড়ান জুড়ু আহি" এই আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলছিল।

এই তিন দাফা দাবি আদায়ে অনড় রয়েছে কুড়মিদের এই সংগঠন।এদিন সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিত প্রসাদ মাহাতো। সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা আজিত প্রসাদ মাহতো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, "আমাদের মূল তিনটি দাবি কুড়মি জাতিকে পুনরায় এসটি করন, কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত, কুড়মিদের পৃথক সারনা ধর্মের কোড চালু।"

আদিবাসী কুড়মি সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি অনুপ মাহাতো বলেন, " আমরা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দিল্লির আরজিআই তথা রেজিস্টার জেনারেল অব ইন্ডিয়া এই দফতরে আমাদের তিন দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেব এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে এদিন রাজ্য সম্মেলন থেকে।

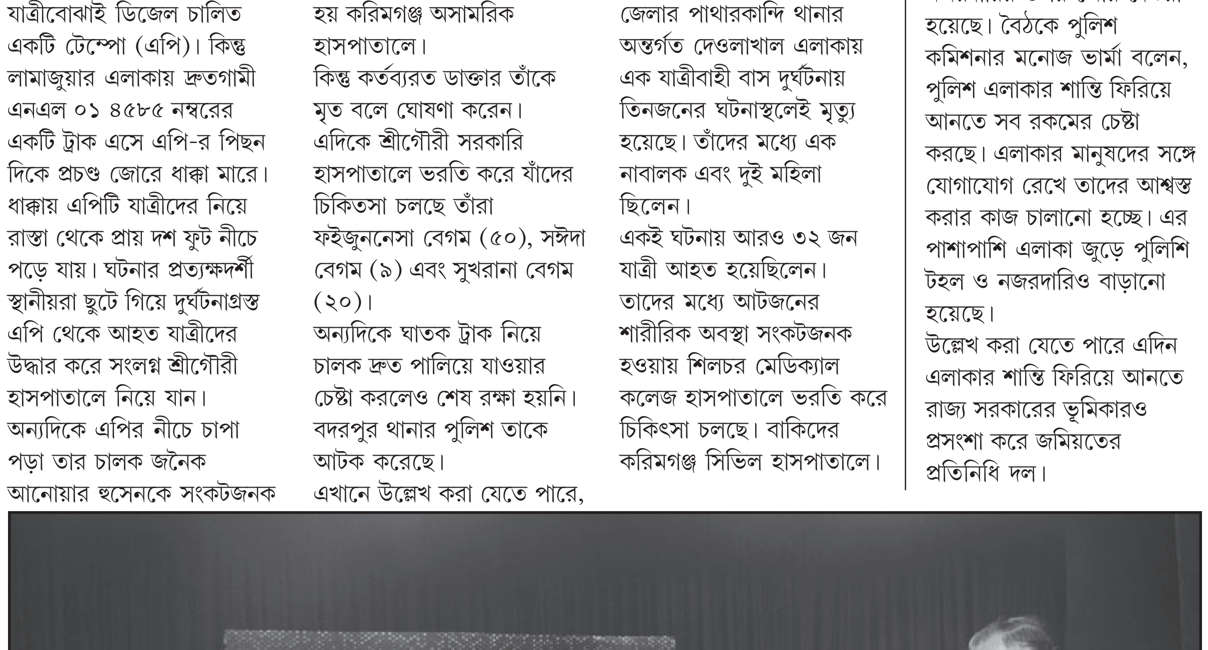

রবিবার রোটারি ক্লাব আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সূর্যের প্রখর আলো থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য সানগ্লাস

শুধু ফ্যাশন করতে আর সূর্যের আলো ঠেকানোর জন্য নয়, চোখের বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচাতে পারে রোদ-চশমা। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি সময় রোদের থাকলে চোখে জ্বালাপোড়া থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে গ্লুকোমা এবং ছানিপড়ার মতো রোগ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। তাই চোখে যেন সরাসরি দীর্ঘ সময় রোদ না পড়ে সেদিকে নজর রাখা দরকার।

এই কারণে সানগ্লাস পরার অভ্যাস চোখের জন্য উপকারি। তাছাড়া বয়ছস বাড়ার সঙ্গে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া ছাড়াও নানান ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর এগুলোর সম্ভাবনা কমিয়ে আনার জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করা দরকার। হারভার্ড মেডিকেল স্কুলের অফ থ্যামোলজির অধ্যাপক লুই পাসকোয়ালে বলেন, "সাধারণত ঘরের বাইরে থাকার ফলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি চোখের ক্ষতি করতে পারে। আর তাই ইউভি রশ্মি আটকাতে পারে এমন চশমা পরা উচিত। তাহলে বয়স থাড়লেও চোখের সমস্যা কম হবে। গবেষকরা ক্লিনিক -বেইজ কিছু কেইস স্টাডির উপর ভিত্তি করে গবেষণাটি চালান। তারা বেশ কিছু মানুষের সপ্তাহে গড়ে ঠিক কতটা সময় রোদে কাটিয়েছে, এ বিষয়গুলো হিসাব করেন। গবেষণায় দেখা গেছে চোখের সমস্যা কখনও কখনও বংশগত হতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিই এর জন্য দায়ী।

গরমে আরামের খাবার

অভিজ্ঞদের মতে পেঁয়াজ, লেবু, ডিম ইত্যাদি খাবারগুলো গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। ভারতের নদীয়াতে অবস্থিত 'দ্যা এনশিয়েন্ট বারবিকিউ' হোটেলের শেফ আশিস মাসে এবং সনু নেগি গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে সহায়ক কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করেন।

* শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করা জরুরি। এছাড়া প্রতিবার খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে এক গ্লাস করে জল পান করুন। এতে হজম স্বক্রিয় হবে।

* সকালের নাস্তায় ফল খাওয়ার অভ্যাস করুন। তবে রাতে ফল খাওয়া উচিত নয়। কারণ ফলের শর্করা শরীরে শক্তি উৎপন্ন করে যা রাতের তুলনায় দিনে বেশি জরুরি।

* প্রতিবার খাবারের সময় লেবু খাওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ সূর্যের তাপ শরীরের ভিটামিন শুষে নেয়। ফলে ত্বক শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। লেবু এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ অনান্য ফল ত্বক সুন্দর রাখে।

* শরীর শীতল রাখতে পেঁয়াজ বেশ উপযোগী। তরকারি, সালাদ , নাস্তা যে কোনো কিছুতে পেঁয়েজা রাখা যেতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পেঁয়াজ খাওয়া গেলে গরমে হওয়া স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

* পুদিনা খুবই সহজলভ্য। টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে, সালাদে বা চাটনি বানিয়ে এই পাতা খাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া লেবুর শরবতের স্বাদ বাড়াতেও এই পাতার তুলনা নেই। পুদিনা-পাতা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং খেতেও ভালো।

সকালের নাস্তায় সিদ্ধ ডিম খাওয়া বেশ উপযোগী। কারণ প্রোটিন এবং উপকারী কার্বোহাইড্রেইটের উৎস ডিম আর সহজে হজম হয়।

শরীর সুস্থ রাখতে কাজের ফাঁকে ব্যায়াম

পড়াশুনা, চাকরি বা সংসার সামলানোর ফাঁকে শরীর চর্চার সময় কই? এই সুযোগে দিন দিন বেড়ে চলেছে অবাধ্য শরীরের ওজন। স্লিম ফিগার পছন্দের হলেও নিজের কাছেই অপছন্দের হয়ে উঠছেন। বেড়ে চলেছে বদ কোলেস্টোরেল, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা হৃদরোগের আশঙ্কা। এণন পরিস্থিতিতে কোনো খরচ ছাড়াই সহজ সমাধান হল নিয়মিত হাঁটা। জিমে গিয়ে টাকা খরচ করে ব্যায়াম করার চেয়ে নিয়ম করে হাঁটার ঝামেলা কম। লেকের পাড় ঘেঁষা পায়ে চলা পথ, খোলা মাঠ কিংবা ফুটপাথ ধরেই শুরু হতে পারে একটু হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর অভ্যাস। তবে হাঁটলেও সব সময় উপকার পাবেন তা কিন্তু নয়। তাই মেনে চলতে হবে কিন্তু সহজ নিয়ম।

শুরুতেই ঠিক করে নিন, সকালে নাকি সন্ধ্যায় হাঁটবেন? সকালে হাঁটার আগে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে আধ গ্লাস জল খেয়ে নিতে পারেন। এবার হাঁটার জন্য আরামদায়ক জুতা-পোশাক পরে নিন। মনে রাখতে হবে, হাঁটার পর দরকার পর্যাপ্ত বিশ্রাম। সেক্ষেত্রে কিছু সময় যোগাসনেও বসতে পারেন। এবার অল্প করে জল ও জুস খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। তাছাড়া শরীরে ফুরফুরে আবেশ ছড়াতে স্নান সেরে নিতে পারেন। নিয়মিত হাঁটার ক্ষেত্রে যে জিনিস গুলো মনে রাখতে হবে তা হল-

* প্রতিদিন হাঁটার চেষ্টা করুণ।

* শুরুতে অল্প সময় ধরে হাঁটুন। বিশেষ করে যারা অতিরিক্ত মোটা, তারা প্রথমেই বেশি হাঁটলে শরীরের জন্য খারাপ হতে পারে।

* হাঁটার ফাঁকে অল্প করে জল খান।

* যাদের পক্ষে সকালে হাঁটা সম্ভব নয়, তারা সন্ধ্যায় বা বিকেলে হাঁটতে পারেন। কর্মস্থল থেকে সেে একটু জিড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

* একইভাবে অনেকক্ষণ হাঁটবেন বা দৌঁড়াবেন না। তিন থেকে পাঁচ মিনিট জোরে হাঁটুন। এরপর ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার জোরে হাঁটুন। ঘাম বেশি হবে এবং ফ্যাট বার্ন দ্রুত হবে।

* হাঁটার জন্য কোনো বন্ধ বা সঙ্গী রাখতে পারেন।

* যাদের শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি আছে তারা অবশ্যই ইনহেলার সঙ্গে রাখবেন। এজন্য গলায় ঝুলাতে পারেন কিডস ব্যাগ। কারণ, হাঁটতে হবে হাত ছেড়ে।

ঘরোয়া খাবার, খেতে মজাদার

ডাল

উপকরণ ঃ ছোলার ডাল, মুগ ডাল, খেসারির ডাল, মাষকলাইয়ের ডাল, এবং মটর ডাল--- সবগুলো মিলিয়ে দেড় কাপ ডাল। মাখন ১০০ গ্রাম। টক দই ৩ টেবিল চামচ। মরিচ ৪টি। গরম মশলা ১ টা। পেঁয়াজকুচি ১ টি, রসুনকুচি ১টি, হলুদগুঁড়া আধা চামচ। জিরাগুঁড়া ১ চামচ, পাঁচফোড়ন ১ চামচ, চিনি ১ চামচ, তেল ও লবণ পরিমাণমতো।

পদ্ধতি ঃ সব ডাল ধুয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে পেঁয়াজ রসুনকুচি মরিচসহ চুলায় বসিয়ে দিন। ডাল সিদ্ধ হলে হলুদ ও লবণ দিন। ২-৩ মিনিট ফুটান। এবার অর্ধেক মাখন দিয়ে দিন। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুনকুচির সঙ্গে পাঁচফোড়ন আর গরম মশলা দিয়ে ভাজুন।

এই ভাজার মধ্যে ডাল সেদ্ধ ঢেলে দিন। ২-৩ মিনিট নাড়ুন। চুলা থেকে নামানোর আগে বাকি মাখনটুকু দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। উপর দিয়ে টক দই ছড়িয়ে দিন। চাইলে ধনেপাতা আর ২ টি শুকনামরিচ দিতে পারেন।

অন্যরকম সব্জী ঃ

উপকরণ ঃ আলু মাঝারি আকারের ২টি, ব্রকলি ১টি, মটরশুঁটি ১ কাপ, গাজর ৩ টি, সিম ৬টি। পেঁয়াজপাতা ৮-৯ টি, গোলমরিচ ১ চামচ, মরিচ ৪-৫টি, তেল বা মাখন বা ঘি পরিমাণমতো। লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ সবগুলো সব্জী লম্বা করে একরকমভাবে কাটুন। লবণ দিয়ে সিদ্ধ করতে দিন। কড়াইতে তেল কিংবা মাখন গরম করুন। সিদ্ধ সব্জীগুলো ঢেলে দিন। মরিচ দিয়ে জ্বাল বাড়িয়ে ঢেকে দিন। ৪-৫ মিনিট রাখুন। এর মাঝে হালকা নাড়া দিবেন কাঠের চামচ দিয়ে। খেয়াল রাখবেন সব্জী যেন আসল রং না হারায়। নামানোর আগে লবণ হয়েছে কিনা দেখে গোলমরিচগুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। পোলাও, রুটি, পরোটা কিংবা নানারুটির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন।

সব্জী খিচুড়ি

উপকরণ ঃ চাল ২ কাপ, সব্জী সব মিলিয়ে দেড় কাপ, মসুর বা মুগের ডাল ১ কাপ, আদাবাটা ১ চামচ, রসুনবাটা ১ চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, হলুদ আধা চামচ। এলাচি ২ টি। তেজপাতা ২ টি, মরি ৩-৪ টি, তেল পরিমাণমতো। লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ রান্নার ২ ঘন্টা আগে ডাল ভিজিয়ে রাখুন। যে পাত্রে রান্না করবেন তাতে তেল গরম করে পেঁয়াজ, আদা ও রসুন দিয়ে নাড়ুন। এলাচি, দারুচিনি ও তেজপাতা দিয়ে আবার নাড়া দিয়ে হলুদ দিন। চাল ও ডাল মিশিয়ে এর মধ্যে দিয়ে নাড়তে থাকুন। ভাজা ভজা হলে জল দিয়ে সঙ্গে লবণও দিন। জল ফুটে উঠলে সব্জী দিয়ে প্রায় ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। ঢাকনা খুলে কাঠের চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে উল্টিয়ে দিন। আরও ১০ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন।

ধুলা ও ধোয়া থেকে অ্যালার্জি

এই সময় ত্বক যেমন আর্দ্রতা হারায় তেমনি চারপাশের পরিবেশও শুষ্ক হয়ে পরে। তাই ধুলাবালির পরিমাণও বেড়ে যায়। হাফিংটনপোস্ট ডটকম-এ সময় কি ধরণের এলার্জি হতে পারে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পোস্ট করা হয়।

ধুলা থেকে এলার্জি

পুরাতন বেডিং, ম্যাট্রেস, কার্পেট এবং পুরাতন অব্যবহৃত আসবাবপত্রের ধুলার কারণে এ ধরণের এলার্জি হতে পারে। সেক্ষেত্রে যাদের ধুলায় এলার্জি আছে তাদের গরে কার্পেট ও বিছানায় 'ডাস্টপ্রুফ কভার' ব্যবহার করতে হবে। আর নিয়মিতভাবে বিছানার কভার ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে গরম জল ব্যবহার করা যেতে পারে। আর কার্পেটের ধুলা পরিষ্কার করতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে হবে।

ছত্রাক

ঘরের স্যাঁতসেঁতে অংশ যেমন বাথরুম, স্টোররুম, বেইজমেন্ট ইত্যাদি স্থানে ছত্রাক বা ছাতা পড়ে। বায়ুবাহিত ছত্রাকের কারণে অ্যাদমা বা হাঁপানি হতে পারে। নিজের ঘর ছত্রাক মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাই বাসার জল চলাচল ব্যবস্থা ক্রটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। ঘরের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভালো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোন স্থানে ছত্রাক জন্মালে জল ও ডিটারজেন্ট দিয়ে তা পরিষ্কার করে স্থানটি ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

পশু-পাখির মৃত কোষ ও লোম অনেকেই ঘরে পোষা প্রাণী পালতে পছন্দ করেন। আর সব গরম রক্তের প্রাণীর চামড়া থেকে মরা কোষ উঠে বাসায় থাকা পোষা প্রাণীর চামড়ার মরা কোষ এবং লোমের কারণেও অনেক ধরনের অ্যালার্জি হতে পারে। এখান থেকেও অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এর থেকে বাঁচতে পোষা প্রাণীকে বিছানা ও ঘরের অন্যান্য বহুল-ব্যবহৃত জায়গাগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে। আর সপ্তাহে অন্তত একবার প্রিয় প্রাণীকে স্নান করানো উচিত।

ধোয়া ও দূষণ

আরাম করতে অনেকেই আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা উপভোগ করেন। কাঠ বা কাগজপোড়ানোর ধোয়া আর যানবাহনের ধোয়া বা আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষিত করছে। আর দূষণ এবং ধোয়া থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে। যাদের এরকম সমস্যা আছে তারা ধোয়ার হাত থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করুণ।

মাথার সমস্যা উকুন ও খুশকি

মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে পেডিকিউলাস্ ক্যাপিটিস বলা হয়।

উকুন হওয়ার কারণ ঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকা একই বিছানা বা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা, একই চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো, মাথা পরিষ্কার না রাখা ইত্যাদি কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউ লাস ক্যাপিটিস। এ রোগ হয়ে থাকে, মানুষের দেহে তিন প্রকার উকুন থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেলিকিউলাস করপোরিস এবং বিটপ দেশের লোমে , বগলে, গোঁফ-দাঁড়িতে, চোখের পাতায় যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউলাস পিউবিস। মাথার উকুন তামাটে বর্ণের হয়। এর ।একবার শতাধিক ডিম পাড়ে, যাদের লিকি বলা হয়। এ লিকি থেকে এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা হয় মাথায় উকুনের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

চিকিৎসা ঃ লোশন পারমেথিরিন ১ ভাগ মাথায় ভালভাবে লাগাতে হয় এবং মাথায় কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, যাতে উকুন পালিয়ে যেতে না পারে। ব্যবহার শেষে ভালোভাবে সাবান জলে স্নান করে নিতে হয়।

খুশকি ঃ সাধারণভাবে মাথায় হালকা মতো মরা চামড়া ওঠাকে খুশকি বলা হয়। এক্ষেত্রে মাথায় চুলকানি থাকে, মাথার ত্বকে কুটকুটে ভাব থাকে। মাথার চুল বেড়ে গেলে, চুল ভেজা থাকা অবস্থায় আঁচড়ালে, মাথার ময়লা জমলে, তেল বেশি বেশি ব্যবহার করলে এবং সেই সঙ্গে মাথায় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটলে রোগের উপসর্গ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাই একই চিরুনি অনেকে ব্যবহার করতে করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই খুশকিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয় না তবে দমিয়ে রাখা হবে। যাদের মাথায় খুশকি হয় তাদের তেল মাখা কমিয়ে দিতে হবে অথবা বন্ধ করে দিতে হবে। খুশকি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে চুল পড়ে যেতে পারে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু বাজারে এখন সর্বত্রই পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে একে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাথার দাদ ঃ ছত্রাকের আক্রমণ যখন মাথায় ঘটে তখন তাকে টিনিয়া ক্যাপিটিস বলা হয় বা মাথায় দাদ বলা হয়। এ রোগটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাথায় হতে দেখা যায়, তবে খুব কম ক্ষেত্রেই বড়দের হয়।

চিকিৎসা ঃ এক্ষেত্রে দাদ নিরোধক অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ সেবন গগ্রাইসিওফুলভিন ৫ মিলি গ্রাম শরীরের ওজনের অনুপাত থেকে দেড় মাস খেতে হয়।

রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। ছবি- নিজস্ব।

ঝাড়গ্রামে বিজেপির বুথ সহসভাপতিকে, ৯ জনের নামে অভিযোগ দায়ের, শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুন (হি.স.) : বিজেপির বুথ সহসভাপতিকে গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ঘটনার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূলের দাবি এই ঘটনার সাথে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত কারণের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার পর এদিন রবিবার দুপুরে জামবনী থানায় ৯ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর পরিবারের লোকজনেরা। এই ঘটনায় প জামবনী থানার পুলিশ একজনকে আটক করেছে। এদিকে, এই গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী ব্লকের বাঘুয়া গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে গুলিবিদ্ধ ওই বিজেপির সহ সভাপতির নাম খগপতি মাহাত (২০)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাঘুয়াগ্রামেই হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠান চলছে। রাতে সেই হরিনাম সংকীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন বিজেপির বুথ সহসভাপতি খগপতিবাবু। হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠান চলাকালীন তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে এসে একেবারে সামনে থেকে গুলি করে বলে অভিযোগ। এরপর অন্যান্য মানুষজনেরা ছুটে এলে দুস্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় মানুষজনেরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বেশ কিছু সময় চিকিৎসা চলার পর তার শারীরিক অবস্থায় অবনতি হলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার পর এদিন রবিবার দুপুরে জামবনী থানায় ৯ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর পরিবারের লোকজনেরা। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে জামবনী থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে খগপতি মাহাত আগে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে তিনি দল বদল করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী চরন মান্ডি বলেন, 'গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন চলছিল। আমরা কয়েকজন এক সাথে বসেছিলাম। সেই সময় পায়ে হেঁটে তৃণমূল নেতা শান্তনু মাহাত, কবি মাহাত সহ বেশ কয়েকজন আমাদের পাশে এসে একে বারে সামনে থেকে দাঁড়িয়ে পেটের সামনে বন্ধুক রেখে গুলি করে পালিয়ে যায়। আমাদের চিৎকার শুনে গ্রামের অন্যান্য মানুষজনেরা ছুটে আসেন।'

খগপতিবাবুর মা বালিকা মাহাত বলেন, ' রাতে হরিনাম শুনতে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তার উপরে গুলি করে কবি মাহাত, শান্তনু মাহাত, ভানু মাহাতরা। পরে গ্রামের মানুষজনেরা ছুটে গেলে তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে বিজেপির অভিযোগ এলাকার দক্ষ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিল খগপতি। তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তৃণমুলের গুন্ডাবাহিনী দিয়ে তাঁকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

যদিও তৃণমূলের দাবি এই ঘটনার সাথে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে তৃণমূল সাথে কোনও যোগাযোগ ছিল না। অভিযুক্তরা সবাই বিজেপিতে ঢোকার ঢোকার চেষ্টা করছিল। এলাকায় তারা দুস্কৃতী নামেই পরিচিত ছিল। এবিষয়ে ঝাড়্গাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি বীরবাহা সরেন (টুডু) বলেন, ' এই ঘটনার সাথে তৃণমূল কোনও ভাবেই জড়িত নয়। বিজেপি ভাউতাবাজি কথা বলছে। আমাদের নেতা কর্মীরা এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না বলেই তিনি দাবি করেন'।

অন্যদিকে, বিজেপির জেলা সভাপতি সুখময় শতপথী বলেন, ' তৃমুলের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। তাই এই সব কাজ করে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল ব্যপক অস্ত্র মজুত করেছে। আমারা বারে বারে পুলিশ জানিয়েছি অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য। পুলিশ তা করেননি। অস্ত্রগুলি উদ্ধার করা হলে এই ঘটনা ঘটত না'।

এবিষয়ে ঝাড়্গামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বাজিত মাহাত বলেন, 'পুলিশ এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু তদন্ত চলছে।'

ঝাড়গ্রামে একাধিক সভা থেকে সিপিএম-তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুন (হি.স.) : ঝাড়গ্রামে একাধিক সভা থেকে সিপিএম তৃণমূল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিল এক ঝাঁক নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি স্বসহায়ক দলের মহিলারও বিজেপিতে যোগদান করেন বলে দাবি করেন বিজেপি। রবিবার বিজেপি যোগদান অনুষ্ঠান হয় জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের গোপীবল্লভপুর বাজার এলাকায় ও হাতিবাড়িতে উ

রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের গোপীবল্লভপুর বাজার এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজেপিতে যোগ দেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসা নেতা কর্মী ও স্বসহায়ক দলের মহিলারা। এদিন ঝাড়্গাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথী বলেন, গোটা রাজ্য জুড়ে বিজেপি আসার জন্য লাইন পড়ে গিয়েছে। দলে দলে বিজেপিতে যোগদান করছে। এদিন গোপীবল্লভপুরে তৃণমূল, সিপিএম সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে প্রায় দু হাজার মানুষজন বিজেপিতে যোগদান করলেন। আমরা তাদেরকে স্বাগতম জানিয়েছি।

অন্যদিকে, হাতিবাড়িতে বিজেপির এক কর্মী বৈঠক যোগ দিতে এসেছিলেন বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ। ওই কর্মী বৈঠকও বেশ কিছু মানুষজন বিজেপিতে যোগদান করে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।

এদিন হাতিবাড়িতে বিজেপির কর্মী বৈঠকে যোগ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ বলেন, 'বিজেপি যেদিন থেকে উঠতে শুরু করেছে তখন থেকে সন্ত্রাস করে চলেছে তৃণমূল। মানুষ এখন বিজেপির ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেছে তাই তৃণমূল ভয় পাচ্ছে উ আর এই ভয়ের কারণ এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। কেশপুরে আমাদের ৪২ জন আহত হয়েছে। আজ জামবনীতে গুলি করেছে। এর আগে সন্দেশখালি, তারপর ভাটপাড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস করে চলেছে তৃণমূল। মানুষ যত বিজেপির উপর আস্থা রাখছে আর তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে তখন ভয় পাচ্ছে। এই ভয় থেকে মুক্তি পেতেই সন্ত্রাস চালাচ্ছে।'

ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে সাথে পালিত হল হুল দিবস

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুন (হি.স.) : ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে সাথে পালিত হল হুল দিবসের অনুষ্ঠান। রবিবার সরকারি, বেসরকারি এমনকি বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষ থেকেও হুল দিবস পালন করে বীর শহিদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা স্তরীয় মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল ঝাড়গ্রাম ব্লকের কেচন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রঙ্গনে।আদিবাসী রীতি অনুযায়ী এখানে হুল দিবসের অনুষ্ঠানটি হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক , ডেপুটি স্পিকার সুকুমার হাঁসদা, বিধায়ক চূড়ামনি মাহাতো, ঝাড়গ্রামে জেলা শাসক আয়েষা রানী, ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দ মহারাজ, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস, ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক সুবর্ন রায়, ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা সোরেন, ঝাড়গ্রামের বিডিও অভিজ্ঞা চক্রবর্তী সহ প্রমুখ। এদিন অনুষ্ঠানে হুল দিবসের তাৎপর্য এবং বীর শহীদদের উপর বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বক্ত্যারা। সিধু-কানহুর প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর পর আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এদিকে এদিন ঝাড়গ্রাম ব্লকের শালতোড়িয়াতে আদিবাসী বিজলী বাতি মর্শাল ক্লাবের উদ্যোগে শালতোড়িয়া মাঠে সিধু-কানহুর মুর্তির আবারণ উন্মোচন হয়। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক, ঝাড়গ্রামের বিডিও, স্বামী শুভঙ্করানন্দ মহরাজ সহ জেলা প্রশাসনের প্রমুখ।এছাড়ও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন মাঝি বাবারা, ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সোরেন সহ প্রমুখ উ গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকে হুল দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও জিশান খান, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সৌরভ ঘোষ সব প্রমুখ। জেলার বিভিন্ন ব্লক গুলিতে শ্রদ্ধাভরে পালিত হয়েছে হুল দিবস।

এদিন হুল দিবস উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন ব্লকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পূর্নেন্দু বসু,সাংসদ দোলা সেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের পাশাপাশি তারা জেলার দলের বিভিন্ন পুরাতন নেতৃত্বের সাথে কথা বলেন আলোচনায় বসেন। দলের সংগঠন যাতে চাঙ্গা হয় তার জন্য আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনে কলকাতায় গিয়ে স্থানীয় নেতাদের দেখা করতে বলেছেন। এদিন বিনপুরে রাজ্যের এই মন্ত্রী এবং সাংসদ জহরলাল নেহেরু স্বাক্ষরতা মিশনের উদ্যোগে হুল দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দান করেছিলেন। জানান মিশনের চেয়ারম্যান শেক টারজান। পরে এখান থেকে কাঁকো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি দলীয় বৈঠকে যোগদান করেন তারা।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হাড়দা অঞ্চলের রাজনৈতিক নানা বিষয় নিয়ে দলের কর্মীদের সাথে আলোচনা করেন এবং এখানে এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করেন। সাংসদ দোলা সেন ঝাড়গ্রাম দলের পুরাতন ছয়ের পাতায়

বাজেট পাশের কয়েক ঘন্টা পরই গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঘোষণা

ঢাকা, ৩০ জুন (হি.স.): বাজেট পাশ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই ভোক্তা পর্যায়ে সব স্তরে গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন নির্ধারিত দাম অনুযায়ী গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে গ্রাহকদের এক বার্নার চুলার জন্য গ্যাসের দাম ৯২৫ টাকা ও দুই বার্নার চুলার জন্য ৯৭৫ টাকা গুনতে হবে। ১ জুলাই থেকে গ্যাসের নতুন দাম কার্যকর করা হবে। বর্তমান দাম হচ্ছে এক বার্নার চুলা ৭৫০ টাকা, দুই বার্নার ৯৭৫ টাকা। এই হিসেবে গ্যাসের দাম বাড়লো ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ। আজ রবিবার বিকেল চারটায় কারওয়ানবাজারে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ব্যবহৃত সিএনজি'র দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি ঘনমিটার ৪৩ টাকা। এছাড়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হোটেল ও রেস্টুরেন্টের জন্য প্রতি ঘনমিটার ২৩ টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি ঘনমিটার ১৭ টাকা ৪ পয়সা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাস প্রতি ঘনমিটার ৪ টাকা ৪৫ পয়সা, ক্যাপটিভ পাওয়ারে ১৩ টাকা ৮৫ পয়সা, সার কারখানায় ৪ টাকা ৪৫ পয়সা এবং শিল্প কারখানা ও চা বাগানে ১০ টাকা ৭০ পয়সা করা হয়েছে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম। এছাড়া মিটারভিত্তিক গ্যাসের দাম প্রতি ঘনমিটার করা হয়েছে ১২টাকা ৬০ পয়সা।

তবে জানানো হয়েছে, বাণিজ্যিক গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত থাকবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া গৃহস্থালি ছাড়া অন্য গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ১০ পয়সা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আগেই। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলো কমিশনের কাছে গড়ে ১০২ ভাগ গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। পরে মার্চ মাসে গণশুনানি করে কমিশন। শুনানির ৯০ দিনের মধ্যে দামের বিষয়ে ঘোষণা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম অনুযায়ীই আজ রোববার বিকেলে গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়।

জ্বালানি বিভাগের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে এলএনজির দাম অনেক বেশি। আর দেশে গ্যাসের চাহিদাও বাড়ছে দিন দিন। এ হিসাবে চাহিদা অনুযায়ী এলএনজি আমদানি করতে হলে সরকারকে আরও অনেক বেশি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। কাজেই গ্যাসের দাম বাড়ানো ছাড়া সরকারের সামনে কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, এতদিন আমদানি কম হওয়ায় সরকারের ওপর লোকসানের চাপ বেশি হয়নি।

এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে এলএনজি আমদানিতে সম্পূরণ শুল্ক, কাস্টমস ডিউটি ও অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট প্রত্যাহার করায় গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত ছিল। আমদানি ১০০০ এমএসিএফডি ছাড়ালে দাম বাড়ানোর তোড়জোড় আরও আগে থেকেই শুরু হতো।

কক্সবাজারের মহেশখালীতে ভাসমান টার্মিনাল নির্মাণের পর আগস্টে বাংলাদেশ এলএনজি যুগে প্রবেশ করে। কাতার থেকে এলএনজি আমদানি করে ওই টার্মিনালের মাধ্যমে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে সর্বোচ্চ ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার টার্গেট ছিল সরকারের। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় সরকার এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস দিচ্ছে জাতীয় গ্রিডে।

শেখ হাসিনার ট্রেনবহরে গুলিবর্ষণের মামলায় ২২ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

ঢাকা, ৩০ জুন (হি.স.) : ২৫ বছর আগে পাবনার ঈশ্বরদীর বহুল আলোচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী) ট্রেনবহরে গুলিবর্ষণের মামলায় বিএনপির ৩০ নেতাকর্মীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছে পাবনার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত-১। রবিবারের এই শুনানিতে ২২ বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ মামলায় বিএনপির ৫২ নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়। এদের মধ্যে ৩০ জন আজ আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন। তবে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাদের জেলহাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় কর্মসূচিতে ট্রেনবহর নিয়ে রেলপথে খুলনা থেকে সৈয়দপুর যাচ্ছিলেন। পথে ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন স্টেশনে তাকে বহনকারী ট্রেনবহর যাত্রাবিরতি করলে অতর্কিত ওই ট্রেন ও শেখ হাসিনার কামরা লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় দলীয় কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করে শেখ হাসিনা দ্রুত ঈশ্বরদী ত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে রেলওয়ে পুলিশ বাদী হয়ে তৎকালীন ছাত্রদল নেতা ও বর্তমানে ঈশ্বরদী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টুসহ সাতজনকে আসামি করে মামলা করেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামি লিগ সরকার গঠন করার পর মামলাটি পুনঃ তদন্ত করে পুলিশ। তদন্ত শেষে নতুনভাবে ঈশ্বরদীর শীর্ষস্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীসহ ৫২ জনকে এ মামলার আসামি করা হয়।

প্রধান আসামি ঈশ্বরদী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু এবং অন্যতম আসামি পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও ঈশ্বরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র মকলেছুর রহমান বাবলু, বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবীর দুলালসহ ২২ আসামি আদালতে হাজির না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। আদালতসূত্র জানিয়েছে, পাবনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ছয়ের পাতায়

গত নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন বাণিজ্যের টাকা গেছে সুইস ব্যাংকে, সংসদে দাবি প্রধানমন্ত্রীব

ঢাকা, ৩০ জুন (হি.স.): রবিবার জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট । স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্বে শুরু হওয়া বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনের কার্যক্রমে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৩০০ আসনে মনোনয়ন বাণিজ্য করেছে। সেই বাণিজ্যের টাকা কোথায় রাখল ? খোঁজ করলে সুইস ব্যাংকের হিসাবে পেয়ে যাবেন। সুইস ব্যাংকের লিস্টে বিএনপির নাম এসেছে।

গতকাল জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থবিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের আলোচনায় অংশ নিয়ে সংসদ নেতা একথা বলেন। জনমত যাচাইয়ে সংরক্ষিত নারী আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার প্রস্তাবের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজন বললেন, সুইস ব্যাংকে টাকার কথা। ওনাকে আমি বলব, সুইস ব্যাংকের টাকায় কাদের নাম তালিকায় এসেছে ? উনি যেন একটু ভালো করে দেখেন। যাদের প্রশংসায় ওনারা পঞ্চমুখ আর যাদের কথা এত বেশি বলেন, তাদের নামটাই এসেছে।

আমি বিএনপির কথাই বলছি, দাবি করে শেখ হাসিনা বলেন, এমনও তথ্য এসেছে- গত নির্বাচনে ৩০০ আসনে বিএনপি ৬৯২ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিল। এক আসনে তিনজন, কোথাও তিনের বেশি মনোনয়ন দিয়ে যে নির্বাচনী বাণিজ্যটা করল, সেই টাকাগুলো কোথায় রাখল ? এই খোঁজ করলে সুইস ব্যাংকের হিসাবটা পেয়ে যাবেন। খেলাপি ঋণের প্রেক্ষাপট তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের সংস্কৃতিটা কখন এসেছে ? যখন থেকে এই দেশে সামরিক শাসন এসেছে। আর এই সামরিক শাসন কিভাবে এসেছে ? ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে, সংবিধান লঙ্ঘন করে ও সেনা আইন লংঘন করে। অবৈধভাবে সামরিক একনায়ক ক্ষমতা দখল করে যখন দল গঠন করতে গেল, তখন কিছু লোককে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে যেয়ে ব্যাংক থেকে অকাতরে ঋণ নেওয়া এবং ঋণ পরিশোধ না করার সংস্কৃতিটা সৃষ্টি করলো। এ বিষয়ে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংসদ নেতা বলেন, ব্যাংকের ইতিহাসে যান, দেখবেন সেই ১৯৭৫ সালের পর থেকে যে সামরিক একনায়ক (জিয়াউর রহমান) ক্ষমতায় এসেছিল, তখন থেকেই কিন্তু এই খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। এরপর একের পর এক একইভাবে ক্ষমতা দখল। কাজেই সেখান থেকে বের করে আনা অত্যন্ত কষ্টকর।

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আবার মাঝে মাঝে যখন ইমার্জেন্সি সরকার আসে, ব্যবসায়ীরা কেউ জেলে, কেউ দেশ ছেড়ে ভাগতে বাধ্য হয়। সেখানে দীর্ঘদিন তারা শিল্প চালাতে পারছে না, ব্যবসা চালাতে পারছে না ? এরকমভাবে নানা কারণে খেলাপি ঋণ হয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে যদি একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চলে, তখন কিন্তু এই খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি আস্তে আস্তে চলে যেতে বাধ্য। সেটা যাতে যায় তার জন্য আমরা ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি এবং নিয়ে যাচ্ছি।

কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে সংসদ নেতা বলেন, অনেক সময় মানুষের অপ্রদর্শিত কিছু অর্থ আসে। কিন্তু ওই অর্থ কোনো কাজে লাগানো যায় না। তাকে যদি একটা সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে এই টাকাটা মূল ধারায় চলে আসে এবং জনগণের কাজে লাগে। সেইজন্যই এই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে। তবে এটা ঠিক, যদি আমরা দেখি এখানে দুর্নীতি বাড়ছে, সেটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। সেটা করার সুযোগ আছে। দুর্নীতিকে আমরা কখনই প্রশয় দেব না। দুর্নীতি-সন্ত্রাস-মাদক, এর বিরুদ্ধে অভিযান জিরো টলারেন্স। সেটা অব্যাহত থাকবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দেশে ৪০ ভাগ দরিদ্র ছিল, সেটা আমরা ২১ ভাগে কমিয়ে এনেছি। হতদরিদ্র কমিয়ে এনেছি। এটা কমল কিভাবে ? কারা কমাল ? আমরা, এই আওয়ামি লিগই কমিয়েছি। এতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের আয় বাড়ছে। গ্রামের মানুষেরও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকে গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন। মানুষের আরও উন্নতি হোক, সেটাই আমরা চাই। সেভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।-

হস্তিনীর অধিকার পেতে লড়ছে দুই দাঁতাল, আতঙ্কে ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়া

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুন (হি.স.) : স্ত্রী এক দলমা হাতির অধিকার কে নিবে এই নিয়েই দুই দাঁতালের মধ্যে দফায় দফায় লড়াই চলছে। আর এই হাতির লড়াই দেখে ব্যপক ভাবে আতঙ্কিত গ্রামের মানুষজনেরা। ঘটনাটি ঝাড়গ্রাম ব্লকের পুকুরিয়া এলাকার। শনিবার রাতেই ওই দুই দাঁতাল হাতির হানায় তিনটি ঘরের জানালা ভেঙেছে পুকুরিয়া গ্রামে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে কয়েক দিন ধরে ঝাড়গ্রাম ব্লকের পুকুরিয়া, নেদাবহড়া, সাপধরা সহ বেশ কিছু এলাকায় তান্ডব চাল্লাচ্ছে একদল হাতি। এমনকি হাতির হানায় প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটেছে। এছাড়াও হাতির হানায় চলছে ধানের বিজতলা নষ্ট আর খাদ্যের সন্ধানে ভাঙছে ঘরের জানালা। সব মিলিয়ে হাতির হানার আতঙ্ক মানুষের পিছু ছাড়ছে না। ঝাড়গ্রাম ব্লকের পুকুরিয়া গ্রামে শনিবার রাতে হাতির হানায় তিনটি ঘরের জানালা ভেঙেছে। অন্যদিকে পুকুরিয় এলাকার লাগোয়া মাসাংডিহির গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে গত দু'তিন ধরে প্রায়ই হাতি দুটির মধ্যে লড়াই হতে দেখা যাচ্ছে বলে জানান স্থানীয় গ্রামবাসীরা উ

যদিও বনদফতরের বক্তব্য, এক টানা লড়াই না চললেও মাঝে মাঝেই দুটি দাঁতালের মধ্যে লড়াই লেগে যাচ্ছে।এই হাতিগুলি একটি দলেরই হাতি। পুকুরিয়া এলাকায় প্রায় নটি হাতি রয়েছে। এই দলেরই একটি স্ত্রী হাতির উপর অধিকার পেতে এই লড়াই বলে মনে করছে বনদফতর।

এদিকে, জঙ্গলে হাতির লড়াই দেখতে গ্রামের মানুষ জন ভীড় করছে। বনদফতর বার্তা রাখছে যাতে হাতির কাছাকাছি কেউ না যায়।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপি-জামায়াত ভারতের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা রাজনীতি করছে:বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা ৩০ জুন: বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত ভারতের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করে সস্তা রাজনীতি করছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের শিকড়ের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত তারুণ্যের ভাবনায় আওয়ামি লিগ শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

শাহরিয়ার আলম বলেন, বিএনপি-জামায়াত ভারতের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করে সস্তা রাজনীতি করছে। ভারতে সঙ্গে বাংলাদেশের শিকড়ের সম্পর্ক রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত আমাদের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সব দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করে সস্তা রাজনীতি করতে চায় না আওয়ামি লিগ। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ মেটাতে তৎকালীন ভারত সরকার ভ্যাটের পরিমাণ বাড়িয়ে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছিল। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা জানি, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে ৬ জনের রায় কার্যকর করা যায়নি। একজন বিদেশে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেছে। বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে দুজনের অবস্থান আমরা পরিষ্কারভাবে জানি। এর বাইরে তিনজনের অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি যে, আমি যতটুকু কাজ করি না কেন, বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে, আমার সময়ের মধ্যে বা আওয়ামি লিগ সরকারের সময়ের মধ্যে যাদের অবস্থান নিশ্চিত করা গেছে, তাদেরকে ফিরিয়ে ফাঁসির রায় কার্যকর করা না গেলে নিজেকে ব্যর্থ মনে হবে।

এক সাইকেল র‍্যালি

আটের পাতার পর

গিয়ে সমাপ্তি হয়। আজকের এই র‍্যালিটি বগাফা বনদপ্তরের এস ডি এফ ও সুমনপল্লি ও বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার প্রসেঞ্জিত দেববর্মার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বনদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আলিতে শান্তিরবাজারের অনেক যুবক ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। জানা গেছে, র‍্যালি শেষে এই সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধীকারিদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেওয়া হয়।

হুল দিবস

আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা উপদেষ্টা নরেন্দ্রনাথ সরেন, বাঁকুড়া সদর মহকুমার যুওয়ান গাঁওতার উপদেষ্টা জয়দেব মান্ডি, মুলক উপদেষ্টা সুনীল মান্ডি সহ একাধিক ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন রস্তিকলাল হাঁসদা।

এদিন গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের শুয়াবাসা গ্রামেও দিনটি মর্যাদার সাথে পালিত হয়। একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায় দিনটিকে স্মরণ করেন। অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় আমডাঙায় সাঁওতালি ভাষায় বিদ্রোহাত্মক একটি যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন ও বাঁকুড়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। জঙ্গলমহলের রাইপুর, রানীবাঁধ ও সারেঙ্গা ব্লকে দিনটি স্মরণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুরমু তিনটি জায়গাতেই পতাকা উত্তোলন করেন। জেলাশাসক ডা. উমাশঙ্কর এস, পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও সহ প্রশাসনের একাধিক কর্তা ও জেলার বিধায়করা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাটিংয়ে মাহমুদউল্লাহ

সাতের পাতার পর

অনুশীলন করেছেন বলেই অবশ্য মঙ্গলবারের ম্যাচে তার খেলা শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যায়নি। ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনেও পর্যবেক্ষণ করা হবে অবস্থা। তবে তিনি নিজে খেলতে যতটা মরিয়া, তাতে নতুন করে কিছু না হলে ভারতের বিপক্ষে তার মাঠে নামার সম্ভাবনাই প্রবল।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৯৪ সালে শেখ হাসিনার ট্রেনবহরে গুলির ঘটনায় বিএনপি'র ৩০ নেতার জামিন বাতিল

মনির হোসেন, ঢাকা ৩০ জুন: পাবনার ঈশ্বরদৌ শেখ হাসিনার ট্রেনবহরে গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিএনপির ৩০ নেতাকর্মীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। রবিবার দুপুরে পাবনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রুস্তম আলী তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে। যেকোনো দিন রায় হবে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা বর্তমান দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় কর্মসূচিতে ট্রেনবহর নিয়ে রেলপথে খুলনা থেকে সৈয়দপুর যাচ্ছিলেন। পথে ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন স্টেশনে তাকে বহনকারী ট্রেনবহর যাত্রাবিরতি করলে অতর্কিত ওই ট্রেন ও শেখ হাসিনার কামরা লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় দলীয় কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করে শেখ হাসিনা দ্রুত ঈশ্বরদী ত্যাগ করেন। পরে রেলওয়ে পুলিশ বাদী হয়ে তৎকালীন ছাত্রদল নেতা ও বর্তমানে ঈশ্বরদী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টুসহ সাতজনকে আসামি করে মামলা করেন। চাঞ্চল্যকর এ মামলার প্রধান আসামি ঈশ্বরদী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু, অন্যতম আসামি পৌর বিএনপির প্রাক্তণ সভাপতি ও ঈশ্বরদী পৌরসভার প্রাক্তণ মেয়র মকলেছুর রহমান বাবলু, বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবীর দুলালসহ ১৭ আসামি আদালতে হাজির না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। ১৯৯৬ সালে আওয়ামি লিগ সরকার গঠন করার পর মামলাটি পুনরায় তদন্ত করে পুলিশ।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

থেকে বাঁচার জন্য তাকে লাথি মেরে চিৎকার করেছিল। শিশুকন্যার চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী লোকজনরা ছুটে আসেন। শিশুকন্যাটিকে তারা কোনওক্রমে রক্ষা করেন। অপরদিকে নরপিশাচ রঞ্জিত দাস পালিয়ে যায়। এব্যাপারে শিশুকন্যার পরিবারের তরফে কদমতলা থানায় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ্য করে কদমতলা থানায় মামলা করা হয়। এক মাস অতিক্রান্ত হওয়া পরও পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। পুলিশের এহেন ব্যর্থনায় স্থানীয় মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিষয়টি রাজ্য মহিলা কমিশনের নজরে আনা হয়। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী রবিবার শিশুকন্যার বাড়িতে গিয়ে ঘটনার খোজখবর নেন। তিনি পরিবারের লোকজনদের আশ্বস্ত করেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলা কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকাবাসী। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

পরিষদের

● প্রথম পাতার পর

গনমুক্তি পরিষদ অন্যান্য বেসরকারী সংস্থারর সাথে মিলে সুপ্রিম কোর্টে যাবে সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশ কার্যকর করা থেকে বিরত রাখার জন্য।

জলবন্দি

● প্রথম পাতার পর

জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্রহ্মপুত্রের পার ভাঙনের কবলে পড়েছে, জানিয়েছে দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ।

দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোট ছয়টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এগুলির একটি করে বাকসা ও যোরহাট এবং চারটি নলবাড়ি জেলায়।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

বর্তামন বাজারমূল্য প্রায় ৩.৫ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন জিআরপিএফ থানার ওসি কপিল দাস। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত যুবককে বছর ২৪-এ মণীষকুমার সিং বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তার বাড়ি বিহারের মধুপুরা জেলায় বলে সে নাকি জানিয়েছে।

আগরতলা জিআরপি ওসি কপিল দাস জানিয়েছেন, আজ তাকে আদালতে তুলে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। সন্দেহ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের যোগযোগ রয়েছে।

ব্যবস্থা নেবে আইসিসি

সাতের পাতার পর

পাকিস্তান ৩ উইকেটে ম্যাচ জেতার পরও সংঘর্ষ চলতে থাকে। কিছু সমর্থক ম্যাচের পর মাঠে ঢুকে পড়েন এবং কয়েকজনকে গ্যালারিতে একে অপরের সঙ্গে মারামারি করতে দেখা যায়।আইসিসির মুখপাত্র জানান, "সমর্থকদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা অংশের হঠাৎ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে আমরা অবগত আছি। সেখানে নতুন আর কোনো ঘটনা যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে এখন আমরা ভেন্যুর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মী ও স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে কাজ করছি।" "এ ধরনের আচরণ আমরা বরদাস্ত করব না, যে কোনো ধরনের সমাজ-বিরোধী আচরণ যা সমর্থকদের সিংহভাগের আনন্দকে নষ্ট করে তার বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিব।"

সেমিতে পেরু

সাতের পাতার পর

টাইব্রেকারে একই ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছে গত দুবারের চ্যাম্পিয়নরা।

প্রথমার্ধে আক্রমণে আধিপত্য করা উরুগুয়ের ২৫তম মিনিটে মুহূর্তের ব্যবধান দারুণ দুটি সুযোগ নষ্ট হয়। লুইস সুয়ারেসের শট গোলরক্ষক দারুণ নৈপুণ্যে ঠেকিয়ে দেওয়ার পর কাছ থেকে বল উড়িয়ে মারেন এদিনসন কাভানি।টাইব্রেকারে সুয়ারেসের নেওয়া প্রথম শট ঠেকিয়ে দেন পেদ্রো গালেসে। বাকি নয় জনই গোল করেন।পোর্তো আলেগ্রেতে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় চিলির বিপক্ষে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবে পেরু। বেলো হরিজন্তেতে বাংলাদেশ সময় বুধবার সকাল সাড়ে ছয়টায় প্রথম সেমি-ফাইনালে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।

লাইফ সাপোর্টে এরশাদ!

দুইয়ের পাতার পর

পার্টির চেয়ারম্যানের চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না- এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমার যা কিছু আছে, সর্বস্ব দিয়ে হলেও ভাইকে সুস্থ করতে আমি ব্যয় করতে প্রস্তুত। তা ছাড়া তিনি তো এখনো সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা। প্রাক্তণ রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান। তার চিকিৎসার অর্থ রাষ্ট্রও দেবে। গত বৃহস্পতিবার পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, অর্থের অভাবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না এই কথা কেন বলা হয়েছিল- সংবাদ সম্মেলনে জানতে চান সাংবাদিকরা। জবাবে মহাসচিব রাঙ্গা বলেন, সংসদে বলা আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে মিডিয়াতে। আমি মূলত বিএনপি নেতা হারুনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলাম, এরশাদকে দুর্নীতিবাজ প্রমাণ করতে বিএনপি দেশে-বিদেশে গোয়েন্দা সংস্থা লাগিয়েছিলো। কিন্তু কোনো দুর্নীতি খুঁজে পায়নি। আল্লাহ বিচার দুনিয়াতে করে দেখান। খালেদা জিয়া আজ দুর্নীতির দায়ে কারাগারে আছেন। অথচ এরশাদ দুর্নীতি না করায় চিকিৎসার জন্য তার নিজের কাছে কোনো অর্থ আজ নেই।

হুল দিবস

পাচের পাতার পর

কর্মীদের সাথে দেখা করেন।এদিন সন্ধ্যায় পূর্নেন্দু বাবু এবং দোলা সেন লালগড়ের রামগড়ে একটি স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে হুল দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

গ্রেফতারি পরোয়ানা

পাচের পাতার পর

রুস্তম আলীর উপস্থিতিতে আগামীকাল সোমবার সকাল ১০টায় এ মামলায় যুক্তিতর্ক শুরু হবে। যুক্তিতর্ক শেষ হলে রায় ঘোষণা করা হবে।

প্রথম চার্জশিটের সাত আসামির বাইরে এ মামলায় যাদের নতুনভাবে আসামি করা হয়, তারা হলেন- ঈশ্বরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মকলেছুর রহমান বাবলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র শামসুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন বিশ্বাস, পাবনা জেলা বিএনপির মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক কেএম আক্তারুজ্জামান আক্তার, পাকশীর সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সাহাপুরের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নেফাউর রহমান রাজু, সাবেক ছাত্রনেতা মাহবুবুর রহমান পলাশ, রেজাউল করিম শাহীন, আজিজুর রহমান শাহীন, সেলিম আহমেদ, পৌরসভার কাউন্সিলর আনোয়ার হোসেন জনি, বিএনপি নেতা ইসলাম হোসেন জুয়েল, শহীদুল ইসলাম অটল, আব্দুল জব্বার প্রমুখ। আসামিদের মধ্যে গত ২৫ বছরে ওসিয়া, আলী আজগর, খোকন, তুহিন ও আলমগিরসহ ৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। দীর্ঘ ২৬ বছর পর তাদের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় দাড়িয়ে সরকারের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে চান এই সমস্ত অফার বঞ্চিত পরিবারের জন্য কিছু একটা ভাবুক। যারা কিনা দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ বসে আছে। আলোচনার মাধ্যমে এর রাস্তা বের করার দাবী জানান। মোট ৩ দফা দাবী এই বৈঠক থেকে গৃহীত হয়। এর মধ্যে রয়েছে যাদের বয়স উত্তীর্ণ তাদের পরিবারের কথা বিবেচনা করে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হতে সাহায্য করা , বয়স যাদের আছে তাদের চাকুরী প্রদান এবং যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের পরিবারকে সহায়তা করা। এই বিষয় গুলি জানান ত্রিপুরা রাজ্য অফার প্রাপ্ত বেকার সংস্থার সভাপতি হীরক ভৌমিক।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ডি সি'র উন্নয়নের জন্য ৭০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যকে ১৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান দিয়েছেন। প'দশ অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য দাবী জানানো হয়েছে। রাজ্যবাসীকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যৎ পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা যেন না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা ত্রিপুরেশ্বরীর ও মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পূণ্যভূমি এই ত্রিপুরা। আগে দেশ ও দেশের বাইরে ত্রিপুরাকে অনেকে চিনতেন না। বর্তমান সরকারের ১৫ মাসের শাসনে পর্যটক আগমনের সংখ্যা আগের চাইতে বেড়েছে। এখন ভারতসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের লোক ত্রিপুরাকে চেনেন। তাই আশা করব পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ভুলে ত্রিপুরাকে এক মডেল রাজ্য গড়তে কাজে ফাঁকি না দিয়ে কর্মচারীরা সময়ানুবর্তিতা মেনে কাজ করবেন। আপনাদের ও জনগণের সহযোগিতা নিয়েই একমাত্র পারদর্শী সরকার গঠন করা যায়। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সভাপতি ভিপন কুমার ডোগরা ও ভারতীয় মজদূর সংঘের ন্যাশনাল এ্কিউটিভ মেম্বার এন. তুম্বা সিং। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক আশীষ কান্তি ঘোষ।

স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের সভাপতি শংকর দেব। তিনি জানান, ১৯৫৫ সালে দেশে ভারতীয় মজদূর সংঘ গঠন করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের সদস্য ও সদস্যাগণ।

গ্রেপ্তার নেই

● প্রথম পাতার পর

দেখা করতে যায় দীপ। রাত ৮টা নাগাদ দীপের বাবা ফোন করে কথা বলেন দীপের সঙ্গে। তখনই নাকি তার সঙ্গে হাতাহাতি হয়। পুনরায় ১০টা নাগাদ তার বাবা দীপকে ফোন করেন। তখন সে বলে ক্লাবে আছে ফিরে আসবে। রাত ১১.১৮ মিনিট নাগাদ পুনরায় ফোন করলে তার বাবা শুনতে পান পুত্র দীপ বলছে শানু দাদা তুমি আমাকে কি করছো? তাতে সন্দেহ ঘনীভূত হয় দীপের বাবার মনে। সেখান থেকে রাতে ফোন আসে দীপের বাবার কাছে। তারা জানায় দুর্জয়নগরে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে দীপ। তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জিবি হাসপাতালে ছুটে যান দীপের মা-বাবা। ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। দীপের বাবা জানান দুর্জয়নগরে নিয়ে গিয়ে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে মুন্না দে, শিবধর ভৌমিক, মিঠুন দে এবং নিলেশ বণিক নামে চারজন জড়িত রয়েছে বলে এডিনগর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন দীপের বাবা।

ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে তাদের বাড়িতে ছুটে যান বিজেপি'র নেতৃবৃন্দ। নিহত দীপের বাবা একজন পৃষ্ঠাপ্রমুখ বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। তার পুত্রকে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা মানিকলাল দাস।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ছাত্রকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য গত কয়েকমাস আগেও রাজধানী আগরতলা শহরের নেতাজী চৌমুহনি এলাকা এক ছাত্রকে পরিকল্পিতভাবে তারই বন্ধুরা হত্যা করেছিল। পরপর এইসব ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

শক্তিশালী হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। তিনি আশা প্রকাশ করেন সংবাদ মাধ্যমের সাথে মিলেমিশে কাজ করে ত্রিপুরাকে একদিন মেডিক্যাল হাব, আই টি হাব, এডুকেশন হাব, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাব হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারী দপ্তরে যেমন কাজ এবং কর্ম সংস্ক'তির মূল্যায়ন হয় তেমনি সংবাদ সংস্থাগুলিতেও কাজের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এতে যারা সংবাদ মাধ্যমে কাজ করছেন তাঁদেরই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে শিক্ষা মন্ত্রী রতনলাল নাথ সংবাদ মাধ্যমের সাথে সরকারের সম্পর্ক, সরকারী তরফে সাংবাদিকদের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম এবং রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম চারটা স্তম্ভ মিলে মিশে কাজ করছে। এদিন, জার্নালিস্ট ইউনিয়নের নতুন কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

সহ ওলা-উবের

আটের পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ব্যানার হাতে পথে নেমে এই বন্ধের কথা জানান ওলা-উবের ও লাক্সারি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন।

এদিন ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ১ ও ২ জুলাই রাস্তায় নামবে না প্রায় ২০ হাজার গাড়ি। এছাড়া লাক্সারি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের থেকে বাতিল থাকবে আরও ৫ হাজার গাড়ি। যদিও ওলা-উবের সংগঠনের সঙ্গে লাক্সারি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের দাবি এক নয়।

ওলা-উবের সংগঠনের অভিযোগ, কোম্পানি খেয়াল খুশি মত চালকদের আইডি ব্লক করে দিচ্ছে। তার ফলে প্রতিনিয়ত বেকার হয়ে যাচ্ছে ওলা উবের চালকরা। মূলত এই দুই সমস্যাকে সামনে রেখেই আন্দোলনে নামছেন তারাঊ যদিও এছাড়া একাধিক দাবি রয়েছে তাদের। অন্যদিকে, লাক্সারি ট্যাক্সি ড্রাইভারদের অভিযোগ, পুলিশের জুলুমে রাস্তায় নামা দায় হয়ে উঠেছে তাদেরঊ এমনকি কিছু চালক রীতিমত ভয় পাচ্ছেন রাস্তায় নামতে। এই গাড়িগুলো মূলত সরকারি কর্মীদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। এরই প্রতিবাদে ওলা-উবের সংগঠনের সঙ্গে মিলে একই দিনে প্রতিবাদ জানাবেনঊ দুই সংগঠনেরই অভিযোগ, তাদের সমস্যার কথা বার বার সরকারকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি, তাই বাধ্য হয়েই রাস্তায় নামতে চলেছে তারাঊ

এদিন এবিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোম্পানি তাদের দাবিগুলো বিবেচনা না করলে, আগামিদিনে সম্পূর্ণ পরিষেবা বন্ধ করে দেবে ওলা-উবের সংগঠন। এমনকি তারদের দাবি, গতিধারার গাড়ি ইতিমধ্যেই অনেক কমে গেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে তারা পরিবহণ দফতরে গিয়ে গতিধারার সমস্ত গাড়ি জমা দিয়ে আসবে বলেই জানান।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্য, মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

নিউ টাউন রোডের দু'পাশে ব্যাপক সংখ্যক হকার নানা পসরা নিয়ে বসেন প্রতিদিন। এর ফলে জন যাতায়াত কষ্টকর হয়ে উঠে। যানজট সমস্যাও তীব্র আকার ধারণ করেছে। দীর্ঘ ২০/২৫ বছর ধরে অনেকেই রাস্তার দু'পাশ দখল করে ব্যবসা চালিয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। বিগত বাম আমলে সিট্যু নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে হকারের সংখ্যা ব্যাপক সংখ্যায় বেড়েছে। শহরের প্রাণ কেন্দ্রে হকারদের বাড়বাড়ন্তে পথ চলতি মানুষের প্রয়নান্তকর অবস্থা দেখা দিলেও তৎকালীন নেতা মন্ত্রী বিধায়ক এমনকি পুর কর্মকর্তারা নতজানু হয়ে রয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে জনগণের সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েছে। এর ফলে মন্দির নগরীর সৌন্দর্যায়ন বিনষ্ট হয়ে আসছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর উদয়পুর শহরকে স্বচ্ছ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে হকার উচ্ছেদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উচ্ছেদের আগে হকারদের সরে যাবার জন্য নোটিশও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু হকাররা রাস্তার দু'পাশের দখল ছাড়তে নারাজ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশাসন কিছুটা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। বর্তমানে উদয়পুর পুর পরিষদও বিজেপি'র দখলে এসেছে। বিজেপি পরিচালিত পুর পরিষদ উদয়পুর শহরকে হকারমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত রাতে পুর পরিষদ এবং আরক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা হকার উচ্ছেদ অভিযানে নামেন। অভিযানে নেমে তারা বাধার সম্মুখীন হন। হকাররা পুরপরিষদের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পুরপিতা শীতল মজুমদার, সহকারী পুরপিতা অনুতাম চৌধুরী এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হকারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় উচ্ছেদকৃত হকারদের উদয়পুর নেহেরু সুপার মার্কেটে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। পুরপিতা শীতল মজুমদার জানান, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হবে। নেহেরু সুপার মার্কেটে যেসব হকারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে তাদের জন্য বিদ্যুৎ, জল এবং ব্যবসা করার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য হকাররা দাবি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ প্রত্যাহিক জীবন থেকে যখন গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অন্য কেউ ছিনিয়ে নেয়, তখন মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকারের গুরুত্ব বুঝতে পারে। জরুরি অবস্থার সময় মানুষ বুঝতে পেরেছিল, তাদের থেকে কোনও কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ১৯৭৭ সালে জনগণ ভোট দিয়েছিল। যা গোটা পৃথিবীতে বিরলতম ঘটনা।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২৫ জুন জরুরি অবস্থার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতের আত্মাকে কুলষিত করা হয়েছিল। ভারতে গণতন্ত্র শুধুমাত্র পাতা থেকে উঠে আসে না। তা দশকের পর দশক ধরে আমাদের আত্মায় বহমান। ক্ষমতায় থাকার জন্য সেই আত্মাকে কুলষিত করা হয়েছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। প্রায় ২১ মাস ধরে গোটা দেশে এই জরুরি অবস্থা জারি ছিল।

মোদী বলেন, ফেব্রুয়ারিতে যখন বলেছিলাম কয়েক মাসের মধ্যেই মন কি বাত নিয়ে ফের আসব। তখন কয়েকজন আমায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী বলেছিল। কিন্তু সর্বদা ভারতবাসীর প্রতি আস্থাশীল থেকেছি। নিরলস নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় মন কি বাত-এর আনন্দের অভাব বোধ করছিলাম। সহায়ক পরিস্থিতিতে নিজের পরিবারের ১৩০ কোটি নাগরিকদের সঙ্গে আনন্দ অন্যরকম। আমরা শুনব, প্রতিক্রিয়া দেব। মত প্রকাশ পেশ করে নিজেদের অনুপ্রাণিত করেছি। জনগণের জন্যই আমি হেটে চলেছি, দৌড়চ্ছি, সাধারণ মানুষই আমার অনুপ্রেরণা। এই যোগসূত্রের অভাব মন কি বাত না থাকায় বোধ করেছিলাম। মন কি বাত ফের শুরু হওয়ায় ফের খুশি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি আশ্বস্ত করেছেন মন কি বাত এতদিন না থাকায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল তা পূরণ করা হবে। মন কি বাত-এ সাধারণ মানুষের চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, মন কি বাতে সাধারণ মানুষের চিঠি আমায় অনুপ্রাণিত করে এবং শক্তি জোগায়। আমার ভাবনার নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে চলে।

দেশজুড়ে তীব্র জলসঙ্কট নিয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমন পরিস্থিতিতে জল সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিলেন তিনি।

রবিবার মন কি বাতে নরেন্দ্র মোদী বলেন, জল সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। স্বচ্ছ ভারত যে ভাবে গোটা দেশে আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। তেমনই জল সংরক্ষণকে গণ আন্দোলনে নিয়ে যেতে হবে। জলের প্রতিটি ফোটা বাঁচিয়ে জল সংরক্ষণের স্বপ্ন স্বার্থক করতে হবে। এর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাশটেগ জনশক্তি ফর জলশক্তি দিয়ে প্রচার চালানোর আহ্বান করেন তিনি।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নেতাদের উদ্দেশ্য করে এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেন, জল সংরক্ষণের প্রচারের জন্য উদ্ভাবনী প্রচারের প্রয়োজন। এই আন্দোলনে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত সেলিব্রিটি, ক্রীড়াবিদ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে যুক্ত হতে হবে।

জল সংরক্ষণের জন্য পরম্পরাগত প্রথার উপর জোর দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, পোরবন্দরে মহাত্মা গান্ধী যেখানে জন্মেছিলেন সেই বাড়ির পেছনে ২০০ বছরের পুরনো কৃত্রিম জলাধার রয়েছে।

জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাল সিপিএম

আগরতলা, ৩০ জুন।। জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাল সিপিএম। দলের রাজ্য কমিটির তরফ থেকে রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার সম্প্রতি পিএনজি এবং সিএনজি গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। গত ২৬ জুন রাজ্য সরকার পিএনজি প্রতি ইউনিট সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫০ পয়সা, সরকারি ক্ষেত্রে ১ টাকা এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেড় টাকা হারে বাড়িয়েছে। সিএনজি প্রতি কেজি ৩ টাকা করে বাড়িয়েছে। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার গত ২৭ জুন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে। জ্বালানির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্প্রতিক কালে জ্বালানির দাম বাড়েনি। সিপিএম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জ্বানালীনর দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছে।

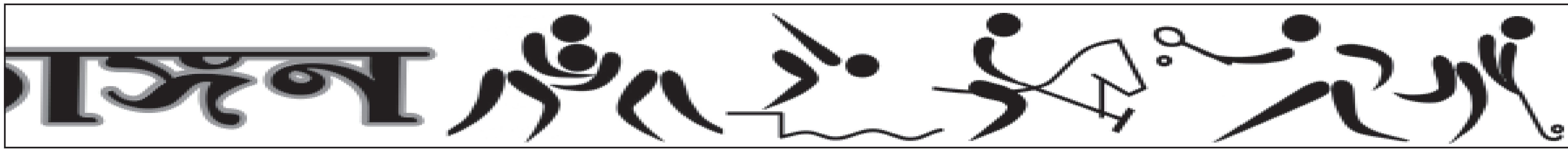

ভারতকে হারের স্বাদ দিয়ে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড

বিশ্বকাপে নিজের প্রথম সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ের পুঁজি এনে দিয়েছিলেন জনি বেয়ারস্টো। আসরে নিজের তৃতীয় সেঞ্চুরিতে ভারতকে কক্ষপথে রেখেছিলেন রোহিত শর্মা। তবে শেষরক্ষা করতে পারেনি বিরাট কোহলির দল। শেষের দিকের দারুণ বোলিংয়ে তাদের প্রথম হারের স্বাদ দিয়ে জয়ে ফিরেছে ওয়েন মর্গ্যানের দল। বার্মিংহ্যামের এজবাস্টনে রোববার ৩১ রানে জিতেছে ইংল্যান্ড। ৩৩৮ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ৫ উইকেটে ৩০৬ রান করে ভারত।আগের ম্যাচে শূন্য রানে ফেরা বেয়ারস্টো দারুণ এক সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে ৩৩৭ রানের সংগ্রহ এনে দেন। জিততে বিশ্বকাপে সফল রান তাড়ায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়তে হতো ভারতকে। রোহিত-বিরাট দলকে রেখেছিলেন পথেই। তবে শেষের দাবি মেটাতে না পেরে তিনশ ছাড়িয়ে থেমে যায় তাদের ইনিংস।

৮ ম্যাচে পঞ্চম জয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠে এসেছে ইংল্যান্ড। ৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রয়েছে ভারত। স্বাগতিকদের জয়ে আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর চতুর্থ দল হিসেবে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে শ্রীলঙ্কা।টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ডের শুরুটা ছিল সাবধানী। ঝুঁকিহীন ক্রিকেট খেলে প্রথম ১০ ওভারে ৪৭ রান তুলে নেন দুই ওপেনার। একাদশ ওভারে এসেছিল জুটি ভাঙার একটি সুযোগ। হার্দিক পান্ডিয়ার লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে ধরা পড়েন রয়। তবে আম্পায়ার দেন ওয়াইড, ক্যাচ বুঝতে পারেননি ধোনি, ভারত নেয়নি রিভিউ।

রিভিউ নিলে ব্যক্তিগত ২১ রানে ফিরতেন রয়। পান্ডিয়ার পরের দুই বলে ছক্কা-চার হাঁকিয়ে ডানা মেলেন। প্রথম ৪৩ বলে ২৭ রান করা বেয়ারস্টো পান্ডিয়ার পরের ওভারের প্রথম দুই বলে দুই বাউন্ডারি হাঁকিয়ে গা ঝাড়া দেন।দুই ব্যাটসম্যানের দাপুটে ব্যাটিংয়ে রান আসতে থাকে বানের স্রোতের মতো। ১১ থেকে ২০- এই ১০ ওভারে ৯৮ রান তুলে নেয় ইংল্যান্ড। দ্রুত এগোনো ১৬০ রানের জুটি ভাঙেন কুলদীপ যাদব। ৫৭ বলে দুই ছক্কা ও সাত চারে ৬৬ রান করে ফিরেন রয়।উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর কমে রানের গতি। তবুও ৩০ ওভারে দুইশ ছুঁয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। ৫৬ বলে পঞ্চাশ স্পর্শ করেন বেয়ারস্টো। ৯০ বলে তুলে নেন বিশ্বকাপে প্রথম ও ক্যারিয়ারে অষ্টম সেঞ্চুরি।১০ চার ও ছয় ছক্কায় ১১১ রান করা বেয়ারস্টোকে ফিরিয়ে নিজের প্রথম উইকেট নেন মোহাম্মদ শামি। পরে দারুণ এক বাউন্সারে বিদায় করেন অধিনায়ক ওয়েন মর্গ্যানকে।মকে যাওয়া রানের গতিতে দম দেন ছন্দে থাকা বেন স্টোকস। সাবধানী ব্যাটিং করা জো রুটের সঙ্গে তার জুটিতে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

আক্রমণে ফিরে রুটকে বিদায় করে ৭০ রানের জুটি ভাঙেন শামি।নিজের শেষ দুই ওভারে বেশ খরুচে ছিলেন এই পেসার। ৪৭ ও ৪৯ তম ওভারে বোলিং করে দেন ৩২ রান। এই সময়ে জস বাটলারকে ফিরিয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো নেন পাঁচ উইকেট।জাসপ্রিত বুমরাহ দারুণ বোলিং করলেও শেষ ১০ ওভারে ৯২ রান তুলে নেয় ইংল্যান্ড। এতে সবচেয়ে বড় অবদান স্টোকসের। ৫৪ বলে তিন ছক্কা ও ছয় চারে ৭৯ রান করেন এই অলরাউন্ডার।৬৯ রানে ৫ উইকেট নেন শামি। খরুচে ছিলেন দুই স্পিনার কুলদীপ ও যুজবেন্দ্র চেহেল। তাদের ২০ ওভার থেকে ১৬০ রান নেয় ইংল্যান্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড: ৫০ ওভারে ৩৩৭/৭ (রয় ৬৬, বেয়ারস্টো ১১১, রুট ৪৪, মর্গ্যান ১, স্টোকস ৭৯, বাটলার ২০, ওকস ৭, প্লানকেট ১*, আর্চার ০*; শামি ১০-১-৬৯-৫, বুমরাহ ১০-১-৪৪-১, চেহেল ১০-০-৮৮-০, পান্ডিয়া ১০-০-৬০-০, কুলদীপ ১০-০-৭২-১)

ভারত: ৫০ ওভারে ৩০৬/৫ (রাহুল ০, রোহিত ১০২, কোহলি ৬৬, পান্ত ৩২, পান্ডিয়া ৪৫, ধোনি ৪২*, কেদার ১২*; ওকস ১০-৩-৫৮-২, আর্চার ১০-০-৪৫-০, প্লানকেট ১০-০-৫৫-৩, উড ১০-০-৭৩-০, রশিদ ৬-০-৪০-০, স্টোকস ৪-০-৩৪-০)

ফল: ইংল্যান্ড ৩১ রানে জয়ী ম্যান অব দা ম্যাচ: জনি বেয়ারস্টো

বিশ্বকাপে আবারও দ্যুতিময় স্টার্ক

বিশ্বকাপ এলেই যেন নিজের সেরাটা খুঁজে পান মিচেল স্টার্ক। দলের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে অবদান রেখে চলেছেন বাঁহাতি এই পেসার। তার দল অস্ট্রেলিয়াও এগিয়ে চলেছে দারুণ ছন্দে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডে হওয়া বিশ্বকাপের গত আসরে ২২ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছিলেন স্টার্ক। একপেশে ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে পঞ্চম বিশ্বকাপ শিরোপা ঘরে তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া।এবার নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়ে আসরে নিজের উইকেট সংখ্যা ২৪ এ নিয়ে গেছেন স্টার্ক। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর তালিকায় সবার ওপরে আছেন বাঁহাতি এই পেসার। প্রতিবেশী দেশটির বিপক্ষে ২৬ রান খরচায় ৫ উইকেট নিয়ে প্রথম বোলার হিসেবে বিশ্বকাপে তিনবার পাঁচ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েন স্টার্ক। এই আসরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৬ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আর ২০১৫ আসরে অকল্যান্ডে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন ২৮ রানে।

দুটি বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত মাত্র ১৬ ম্যাচে ৪৬টি উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সেরা উইকেটশিকারিদের তালিকায় এখন ছয় নম্বরে আছেন তিনি। তালিকায় সবার চেয়ে তার গড় ও স্ট্রাইক রেট ভালো, গড়ে প্রতি ১৮ বলে একটি করে উইকেট পেয়েছেন তিনি।এখনও খেলছেন এমন বোলারদের মধ্যে বিশ্বকাপে তার চেয়ে বেশি উইকেট আছে শুধু লাসিথ মালিঙ্গার। ২৭ ম্যাচে ৫২ উইকেট নেওয়া লঙ্কান পেসারের গড় ২২।অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৮৬ রানে হারের পর স্টার্কের ভূয়সী প্রশংসা করেন নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।"অন্যতম সেরা উইকেট শিকারি হিসেবে মিচেল স্টার্ক এই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল। আর টুর্নামেন্ট জুড়ে বিভিন্ন ধরনের পিচে সে তার দক্ষতা দেখিয়েছে। এই মুহূর্তে সে খুব ভালো বোলিং করছে।"ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্টার্কের দারুণ ইয়র্কারে অলরাউন্ডার বেন স্টোকসের বোল্ড হওয়াটা চলতি আসরের বড় বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে। এ ধরনের বোলিং পরিকল্পনার অংশ বলে জানিয়েছেন তিনি।"আমার মনে হয় যে ফুলার লেংথ ও স্টাম্প সোজা বল করা, এটা আমার গেম প্ল্যানের অনেক বড় অংশ।"তবে মাঠে এখনও নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি বলে মনে করেন স্টার্ক। তাই এখনও নিজেদের উন্নতির সুযোগ দেখছেন বাঁহাতি এই পেসার।"মাঠে ব্যাট ও বল হাতে এবং ফিল্ডিংয়ে কি করতে পারি আমরা তার আভাস দিচ্ছি। কিন্তু এখনও আমাদের উন্নতির জায়গা আছে, আর সেটাই দলটার জন্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার।""এখন সেমি-ফাইনালে আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে হবে এবং আশা করি ফাইনালে আমরা তার চেয়েও ভালো খেলতে পারব।"দুই ম্যাচ হাতে রেখে সেমি-ফাইনাল নিশ্চিত করা অস্ট্রেলিয়া আট ম্যাচে সাতটিতে জিতে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে।

ভালো খেলছে মেসি, দাবি দি মারিয়ার

চার ম্যাচে এক গোল-লিওনেল মেসির নামের সঙ্গে পরিসংখ্যানটা ঠিক যায় না। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক নিজেও মেনে নিয়েছেন কোপা আমেরিকায় সেরাটা দিতে পারছেন না। তবে আনহেল দি মারিয়ার মনে হচ্ছে তার জাতীয় দলের সতীর্থ ভালো খেলছেন। প্যারাগুয়ের সঙ্গে গ্রুপ পর্বে ১-১ ড্র করা ম্যাচে পেনাল্টি থেকে একমাত্র গোলটি করেন মেসি।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে সেমি-ফাইনাল সামনে রেখে দি মারিয়া জানালেন আর্জেন্টিনার সর্বোচ্চ গোলদাতার কাছ থেকে প্রত্যাশিত গোল না পেলেও খুশি তিনি।"আমি মনে করি, লিও খুবই ভালো করছে। সচারচর সে যত গোল করে, ততটা পারছে না কিন্তু আমি মনে করি, সে ভালো কাজ করছে।""সে ছোটাছুটি করছে এবং তার সবটুকু দিচ্ছে। তাকে দৌড়ানোটা চালিয়ে যেতে হবে এবং পরে বাকিটা আসবে। আমি মনে করি, সে খুবই ভালো করছে।"আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬টায় বেলো হরিজন্তেতে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।২০০৭ সালের পর প্রথম কোপা আমেরিকায় মুখোমুখি হচ্ছে দুই ফুটবল পরাশক্তি। সেবার ৩-০ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল।

সেমি-ফাইনাল কঠিন পরীক্ষা হবে বলে মেনে নিচ্ছেন দি মারিয়া।"ব্রাজিলের সঙ্গে ম্যাচটি কঠিন। কিন্তু আমি মনে করি, প্রতিটি দলই আপনার জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তোলে। "ব্রাজিল আমাদের সঙ্গে সমানে সমান খেলবে এবং স্বাগতিক সমর্থকদের সমর্থন পাবে। নিজেদের মতো করে আমাদের খেলার চেষ্টা করতে হবে; ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে যেটা করেছিলাম, সেটা করতে হবে। আশা করি, বিষয়গুলো আমাদের জন্য ভালোভাবে যাবে।"

উরুগুয়েকে হারিয়ে সেমিতে পেরু

টাইব্রেকারের প্রথম শটে গোল করতে পারলেন না লুইস সুয়ারেস। ভুল করল না পেরুর কেউই। পেনাল্টি শুট আউটে উরুগুয়েকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার সেমি-ফাইনালে উঠল দলটি। ব্রাজিলের সালভাদরে স্থানীয় সময় শনিবার বিকালে শেষ কোয়ার্টার-ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে কোনো দলই গোলের দেখা পায়নি। পরে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জেতে পেরু।ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে চিলির মুখোমুখি হবে পেরু। কলম্বিয়াকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

দলকে স্বস্তি দিয়ে ব্যাটিংয়ে মাহমুদউল্লাহ

পাঁচদিন আগে সাউথ্যাম্পটনের টিম হোটেল থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে বের হয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ। রোববার বার্মিংহামের টিম হোটেল থেকে বের হলেন হাসিমুখে। অনুশীলনে নেমে গেলেন নেট ব্যাটিংয়ে। তাকে নিয়ে শঙ্কার মেঘ তাতে দূর অনেকটাই। দলের অপরিহার্য অংশ এই ব্যাটসম্যান প্রস্তুত হচ্ছেন ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য। গত সোমবার সাউথ্যাম্পটনে আফগানিস্তানের সঙ্গে ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নামার খানিক পর থেকেই খোঁড়াতে থাকেন মাহমুদউল্লাহ। মাঠে দুই দফা চিকিৎসা নিয়ে ব্যাটিং চালিয়ে গেলেও ফিল্ডিংয়ে নামতে পারেননি। ম্যাচের পরে স্ক্যান করিয়ে ধরা পড়েছিল গ্রেড ওয়ান টিয়ার।এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ৭ থেকে ১০ দিনের বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ফিজিওরা। তবে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে শুরু থেকেই আশাবাদী ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। সেটির প্রতিফলনই যেন রোববারের অনুশীলনে। মাঠে গিয়ে শুরুতে নক করেছেন কিছুক্ষণ। পরে ব্যাটিং করেছেন নেটে।আফগানিস্তান ম্যাচের পর এ দিনই প্রথম অনুশীলন করল বাংলাদেশ দল। চোটের কারণে তাই একটি অনুশীলন সেশনও মিস করতে হয়নি মাহমুদউল্লাহকে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মারামারিতে জড়িয়ে পড়া সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আইসিসি

বিশ্বকাপে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচে মারামারিতে জড়িয়ে পড়া দুই দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে আইসিসি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ভেন্যুর বাইরে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দেশের সমর্থকরা। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন। ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, কমপক্ষে দুইজন সমর্থককে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়।মাঠকে ঘিরে থাকা বেষ্টনীর উপর দিয়ে সমর্থকদের লাফ দিতেও দেখা গেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

রবিবার টিপিএসসি পরিচালিত এলডিসি পদে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

আজ থেকে পূর্ব রেলে বাড়ছে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা, চলবে স্পেশাল ট্রেনও

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স) : যাত্রীদের সুবিধার্থে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়াচ্ছে পূর্ব রেলঊ এরসঙ্গেই চালানো হবে কিছু স্পেশাল ট্রেনঊ তাছাড়াও বদলাচ্ছে ট্রেনের সময়সূচিওঊ এই সুবিধা কার্যকর হবে ১ জুলাই থেকেইঊ ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর,বারুইপুরের যাত্রীরা যাতে কবি সুভাষ স্টেশনে থেকে নেমে লোকাল ট্রেন ধরতে পারেন সেকারণেই এই নয়া পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পূর্ব রেলকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানানোও হয়েছে মেট্রোর তরফে।

যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে, পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের লক্ষ্মীকান্তপুর ও ক্যানিং শাখায় মোট ৬ টি নতুন ইএমইউ চালানো হবে। সেগুলি হল লক্ষ্মীকান্তপুর-সোনারপুর (৩৪৩৩৩), সোনারপুর-ক্যানিং (৩৪৩৬২), ক্যানিং-সোনারপুর (৩৪৩৫৭), সোনারপুর-ডায়মন্ড হারবার (৩৪৮৮৪), ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদা (৩৪৮৬১), শিয়ালদা-সোনারপুর (৩৪৪৩৮)। এছাড়া হাওড়া-তারকেশ্বর, তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি, আরামবাগ-তারকেশ্বর স্টেশনের মধ্যে ১০ ইএমইউ স্পেশাল চালানো হবে। শিয়ালদা ডিভিশনে বারাসাত-হাসনাবাদ, ঘুঁটিয়ারি শরিফ-সোনারপুর, রানাঘাট-বনগাঁ, রানাঘাট-লালগোলা, রানাঘাট-গেদে, শিয়ালদা-বারুইপুর এবং সোনারপুর-চাম্পাহাটি স্টেশনের মধ্যে মোট ১২ টি ইএমইউ স্পেশাল নিয়মিত চলাচল করবে। পাশাপাশি হাওড়া ডিভিশনে রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ, আজিমগঞ্জ-রামপুরহাট স্পেশাল মেমু চালানো হবে।

এছাড়াও একটি হল্ট স্টেশনের সংযোগ করা হয়েছে ঊ ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় বাঁশবেড়িয়া ও ত্রিবেণীর মধ্যে ইসলামপাড়া হল্ট স্টেশন দেওয়া হয়েছে। হাওড়া-কাটোয়া লোকাল (৩৭৯২৩) ও কাটোয়া-হাওড়া লোকাল (৩৭৯১৬) এই হল্ট স্টেশনে থামবে। এরসঙ্গেই বাড়ানো হয়েছে ৫ টি লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ।

সেক্ষেত্রে শিয়ালদা-সোনারপুর (৩৪৪২২) লোকাল যাবে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত । হাসনাবাদ-প্রিন্সেপ ঘাট (৩০৩২৪) লোকাল যাবে মাঝেরহাট পর্যন্ত ও বর্ধমান-ব্লগনা-বর্ধমান লোকালটি যাবে কাটোয়া পর্যন্ত। বিবিডি বাগ-শিয়ালদা লোকাল (৩০৪৫১) বারুইপুর পর্যন্ত যাবে। অন্যদিকে পরিবর্তন করা হয়েছে পূর্ব রেলের ট্রেনের বেশ কিছু সময়সূচি। ২২৩০৯ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) রাত ১১টা ০৫ মিনিটে ছাড়ার পরিবর্তে রাত ১১টায় ছাড়বে। রাত ১১টা ৩৫ মিনিটের বদলে ১২৩০৭ হাওড়া-যোধপুর এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়বে ১১ টা ৪০ মিনিটে। ১৫৯৫৯ হাওড়া-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়বে বিকেল ৫ টা ৩৫ মিনিটের বদলে সন্ধে ৬ টায়। ১৩১০৪ লালগোলা-শিয়ালদা-ভাগীরথী এক্সপ্রেস লালগোলা থেকে সকাল ৫টা ৩৫ মিনিটের বদলে ছাড়বে ৫টা ৪০ মিনিটে। ১৩১১৮ লালগোলা-কলকাতা এক্সপ্রেস লালগোলা থেকে সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে ছাড়ার বদলে সকাল ৭ টায়। এছাড়া শিয়ালদা বিভাগের তিনটি প্যাসেঞ্জার, হাওড়া ডিভিশনের পাঁচটি প্যাসেঞ্জার, মালদা ডিভিশনের দুটি ট্রেন এবং আসানসোল ডিভিশনের একটি ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হবে। যদিও পরিবর্তিত হওয়া এখনও জানানো হয়নি পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

রাজ্যের জনগণ নি:স্বার্থ ও স্বত:স্ফূর্ত ভাবে রক্তদান করে থাকেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। রক্তদান হলো একটি মহৎ দান, সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় রাজ্যের জনগণ নি:স্বার্থ ও স্বতস্ফূর্ত ভাবে রক্তদান করে থাকেন। তাই ত্রিপুরার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত। আজ আগরতলার স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবিরের আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলাতে বিগত দিনের চেয়ে বিদ্যুতের মতো জরুরী পরিষেবার চাহিদা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যবাসীকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা যেন না হয় তার জন্য রাজ্যসরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় বার দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও অংশ নেন স্বীক মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনার পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জানান 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী প্রধানত তিনটি বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন। প্রথমত বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও স'য় করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছে জলশক্তি মন্ত্রক। বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ এবং স'য় করে মানুষের কাছে সেচ এবং পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছভারত অভিযানকে দেশবাসী যেভাবে মিশন মোডে গ্রহণ করেছেন, সেভাবে জলের সংরক্ষণের জন্যও প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে আহ্বান করেছেন সে ক্ষেত্রেও দেশবাসী একযোগে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী যোগাসনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যোগাসন শুধুমাত্র আমাদের দেশেই মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যোগাসনের জন্য পৃথক পৃথক সংস্থা রয়েছে। যোগাসনে যারা উৎসাহ প্রদান করছে তাদের পুরস্ক'ত করার ব্যবস্থাও রয়েছে। নিরোগ এবং সুস্থ থাকার জন্য যোগাসনের গুরুত্ব দেশব্যাপী প্রচারও প্রসার করার জন্য যে সকল এন জি ও কিংবা সংস্থা কাজ করছে তাদেরকে প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য অরুনোদয় সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য্য এবং দীপক কর। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। রক্তদান শিবিরে মোট ৬৭ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সংবাদ মাধ্যম ও সরকারের মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম এবং সরকারের মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমেই গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। তাহলেই আমরা এক শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে সক্ষম হবো। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য সংবাদ মাধ্যম তুলে ধরেছে, সেজন্য তিনি সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তেমনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা সমাধানের বিষয়টিও সরকারের নজরে রয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের এক্রেডিটেশনের যে বিষয়টি রয়েছে তা সরকার সমাধানের চেষ্টা করবে। তাছাড়া, প্রেস ক্লাবের মেরামতের জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তিনি প্রেস ক্লাবে এ সি মেশিন বসানোর ব্যাপারটি দেখবেন বলেও আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সংবাদ মাধ্যমে সরকারী কাজের দোষ ত্রুটি তুলে ধরার পাশাপাশি বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ যাতে পরিবেশিত না হয় সে দিকেও সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকদের নজর দিতে হবে। কাজের পর্যালোচনা ও রাজ্যের উন্নয়নের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উন্নয়ন

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সোমবার থেকে চালু হবে গুয়াহাটি-ঢাকা বিমান পরিষেবা

গুয়াহাটি, ৩০ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বিমান সংযোগ প্রকল্প (আইএসিএস)-এর বলে প্রথমবারের মতো আগামীকাল ১ জুলাই থেকে চালু হয়ে যাবে গুয়াহাটি-ঢাকা বিমান পরিষেবা। প্রথম বিমানের যাত্রা সূচনা হবে আগামীকাল সকাল ১০-টায় গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হাত ধরে। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, বিধায়ক রমেন্দ্রনারায়ণ কলিতা প্রমুখ বিশিষ্টজন। সরকারিভাবে এ-খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, এ উপলক্ষ্যে বিমানবন্দের আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের যাতায়াত করতে আমবাড়িতে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবের সামনে এদিন সকাল ৮:৩০ মিনিটে একটি বাস থাকবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার কানেকটিভিটি স্কিম-এর বলে বিমান পরিষেবা দিতে স্পাইসজেট চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সে অনুসারে আগামীকাল সোমবার গুয়াহাটি থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবে স্পাইসজেট-এর উড়ান। আন্তর্জাতিক বিমান সংযোগ প্রকল্পের এই প্রথম রূপায়ণ হচ্ছে অসমে। জানানো হয়েছে, গুয়াহাটি থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রচারমূলক (প্রমোশনাল প্রাইস) ভাড়া হিসেবে প্রাথমিকভাবে ধার্য করা হয়েছে ৩,৩৫৫ টাকা। প্রসঙ্গত, গুয়াহাটি থেকে ঢাকা এবং ব্যাংককের মধ্যে আকাশপথে আন্তর্জাতিক সংযোগ প্রকল্পের অধীনে যাতায়াতের জন্য গত জানুয়ারিতে অসম সরকারের সঙ্গে চুবিদ্ধ হয়েছিল স্পাইজেট বিমান সংস্থা। রাজ্য সরকার এই দুই রুটে বিমান পরিষেবায় কার্যকারিতা বজায় রাখতে ১১ কোটি টাকা বার্ষিক তহবিল ধার্য করেছে, বলে জানানো হয়েছে সরকারিভাবে।

এবার গোয়েন্দা গল্পের ফ্রেমে সৌমিত্র-মাধবী

কলকাতা,৩০ জুন (হি.স.):বহু বছর পর বড়পর্দায় একই ফ্রেমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় ঊ এবার তুহিন সিনহা ও রাহুল দাশগুপ্ত পরিচালতি গোয়েন্দা গল্প 'এবার শল্যজিৎ'-এর ফ্রেমে একসঙ্গে দেখা যাবে সৌমিত্র-মাধবীকেঊ

ছবির গল্প অনুযায়ী,শরীরচর্চা করার সময় সৌম্য ও শল্যজিৎ-র পরিচয় হয়। তবে,সৌম্য ও শল্যজিৎ-র বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠতেই খুন হয় সৌম্য। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যায়, সৌম্যকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। পুলিশ অফিসার সাহার উপস্থিতিতে শল্যজিৎ খুনের তদন্ত শুরু করে। তারপর কী হয় তা নিয়েই এগোবে গল্প। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছবিতে দেখা যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়কে । এছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু শেখর দাস, সবিতা রায়, পায়েল, ঈপ্সিতা ভট্টাচার্য, মৌসুমি সিং সহ আরও অনেককে। আগাস্ট মাসের শেষের দিকে মুক্তি পাবে "এবার শল্যজিৎ"।

৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে লাক্সারি ট্যাক্সি সহ ওলা-উবের

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স) : জুলাই মাসের শুরুতেই বন্ধ থাকবে ওলা-উবের পরিষেবাঊ আগামী ১ ও ২ জুলাই ৪৮ ঘণ্টা বন্ধের ডাক দিল ওলা-উবের সংগঠনঊ এই আন্দোলনে সামিল থাকবে লাক্সারি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনও। রবিবার এমনটাই জানন ওয়েষ্ট বেঙ্গল অনলাইন ক্যাব অপারেটরস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল

ছয়ের পাতায় দেখুন

পঃবঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল হুল দিবস

বাঁকুড়া, ৩০ জুন (হি. স.) : রবিবার সারা দেশের সঙ্গে বাঁকুড়া জেলাতেও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল হুল দিবস। জেলার কোথাও কোথাও উৎসাহের সঙ্গে দিনটি পালিত হলেও গঙ্গাজলঘাটি মুলুকের (ব্লকের) ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল দিনটিকে বিদ্রোহের দিন হিসাবে পালন করে। এদিন সংগঠনের উদ্যোগে উখড়াডিহি গোবিন্দপ্রসাদ হাই স্কুলের আম্রকুঞ্জ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে দিনটিকে স্মরণ করেন।

সংগঠনের মুলুক (ব্লক) সভাপতি মনিলাল টুডু বলেন, 'আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে দেখে আসছি কিছু টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রে ৩০ জুন দিনটিকে হুল উৎসব হিসাবে প্রচারিত হচ্ছে। এই ভুল তথ্য পরিবেশিত হলেও সরকারিভাবে সংশোধন করার উদ্যোগ নেই।' তিনি বলেন, "হুল" কথার অর্থ হল বিদ্রোহ। তাই বিদ্রোহ ঘোষণার দিনটিকে স্মরণ করা মানে কখনও তা উৎসব হতে পারে না। তাঁর কথায়, 'ইতিহাস স্বীকৃত সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক হলেন সিধু-কানু এই দুই ভাই। কিন্তু তাঁর আরও দুই সহোদর চাঁদ ও ভৈরব যেভাবে সিধু-কানুকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাও কম ছিল না।' মনিলাল টুডু জানান, ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সিধু - কানু তৎকালীন সাঁওতাল পরগনার ভগ্নাডিহি মাঠে দেশের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁদের ডাকে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হয়েছিল সেদিন। সেটাই ছিল ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘোষণা। তিনি বলেন, 'তাঁরা হয়তো কেতাবি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু সমাজ সচেতন ছিলেন। সিধু-কানুর বিদ্রোহের আগে ১৭৮৪ সালে তিলকা মাঝি প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে একক ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয় ব্রিটিশ সরকার। সেই হিসাবে তিলকা মাঝিই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রথম শহীদ।' এদিন সংগঠনের কর্মকর্তা শুখদেব মুর্মু বলেন, 'আমরা ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা, তা সত্বেও কি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার সাঁওতাল ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সেভাবে এগিয়ে আসেনি। কাগজে কলমে যতটা প্রচার হচ্ছে বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। তাই আমরা সরকারি কোটা চাই না। প্রকৃত উন্নয়ন চাই তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্তদের জন্য।'

সুখদেব মুর্মু বলেন, '৩০ জুনের এই ঐতিহাসিক দিনটিকে আমরা বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালন করছি।' ছয়ের পাতায় দেখুন

ঢাকা-বেনাপোল ট্রেন চালুর খবরে স্বস্তি কলকাতার যাত্রীদের

ঢাকা, ৩০ জুন (হি.স.): শীঘ্রই বেনাপোল-ঢাকা রুটে সরাসরি ট্রেন চালু হতে চলেছে। কোরবানির ঈদের আগে যে কোনও দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ট্রেন চলাচলের শুভ উদ্বোধন করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে ট্রেন চালুর সংবাদে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলসহ বেনাপোলের মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের মানুষের সিংহভাগই ভারতে যাতায়াত করেন বেনাপোল-হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে। এই পথে যাতায়াতের মাধ্যম বাস। খুলনা থেকে যশোর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত বন্ধন নামে একটি ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে ২০১৭ সাল থেকে। কিন্তু কলকাতাগামী সারাদেশের যাত্রীর চাপ সামলায় বাস। এর মধ্যে বেনাপোল-ঢাকা রুটে সরাসরি ট্রেন চালুর ঘোষণা এসেছে। কোরবানির ঈদের আগে যে কোনও দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ট্রেন চলাচলের শুভ উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে। এদিকে ট্রেন চালুর সংবাদে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলসহ বেনাপোলের মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

ভারতের সঙ্গে রেল ও স্থলপথে বাণিজ্য ছাড়াও পাসপোর্টধারী যাত্রীর অন্তত ৭০ শতাংশের যাতায়াত রয়েছে এই পথে। এই পথে প্রতিদিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভারতে ৬ থেকে ৭ হাজার পাসপোর্টযাত্রী যাতায়াত করে থাকেন। এই যাত্রীদের সিংহভাগ আসে ঢাকা থেকে। বেনাপোল থেকে পরিবহন সংকট এবং আরিচা ঘাটে যানজটের কারণে যাত্রীরা নানা হয়রানির শিকার হন।

ঢাকা-বেনাপোল সরাসরি ট্রেন চালু হলে এই রুটে যাত্রীসেবায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিতে যেমন দুর্ভোগ লাঘব হবে, তেমনি আমদানি-রফতানি বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে। সূত্র জানায়, প্রথম পর্বে আসছে ঢাকা- বেনাপোল রুটে আন্তঃনগর ট্রেন। এরপর বুলেট ট্রেন। এছাড়া ভারতের সঙ্গে রেল কার্গো সার্ভিস চালু হবে। এ সেবা চালু করতে এর আগে গত ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপ- আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। ভারত-বাংলাদেশ ল্যান্ডপোর্ট চেম্বার কমার্সের আমদানি-রফতানির সাব কমিটির চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান বলেন, বেনাপোল-ঢাকা রুটে ট্রেন চালু হলে আমাদের স্বপ্ন স্বার্থক হবে। শীঘ্রই ট্রেন চালু হবে বলে আমি আশা করছি। স্থানীয়রা জানান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিকিৎসার জন্য বেনাপোল রুটে কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় এ পথে দেশের সিংহভাগ মানুষ যাতায়াত করে থাকে। সেক্ষেত্রে ট্রেন চালু হলে এ পথে যাত্রীর সংখ্যা ও সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে।

বেনাপোল থেকে সাংবাদিকরা হিন্দুস্থান সমাচারকে এই রুটের বিবরণ দিতে গিয়ে আজ দুপুরে জানান, ঢাকার পাসপোর্টযাত্রী আবুল কালাম জানিয়েছেন, আরিচা ঘাটে যানজটের কারণে তাদের নাজেহাল হতে হয়। শনিবার রাত ১০টায় ঢাকা থেকে বাসে উঠে আজ রবিবার দুপুর ১২টায় বেনাপোল এসে নেমেছেন তিনি। আরেক যাত্রী বাবলুর রহমান জানান, অসুস্থ বাবাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাবেন তিনি। ঢাকা থেকে আসতে তাদের ভিশন কষ্ট পেতে হয়েছে। সারারাত বাসের ভেতর বসে তার বাবা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ পথে ট্রেন চালু হলে পথ বেশি হলেও অন্তত যানজটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিকিৎসার জন্য বেশি নির্ভর করতে হয় ভারতের ওপর। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারতের সঙ্গে যাতায়াতের জন্য নির্ভর করতে হয় বাসের ওপর। ঢাকা থেকে এ পথে ট্রেন চালু হলে সবদিক দিয়ে শুধু বেনাপোল নয় দেশও এগিয়ে যাবে।

বেনাপোল স্টেশন মাস্টার সাইদুজ্জামান বলেন, কোরবানি ঈদের আগে বেনাপোল-ঢাকা ট্রেন চালু হবে। এই রেলটিতে ১০টি বগি থাকবে। তবে রেলের কোনও নাম এখনও নির্ধারণ হয়নি। প্রাথমিকভাবে তিনটি নাম পছন্দ করা হয়েছে। যেমন- বেনাপোল এক্সপ্রেস, বন্দর এক্সপ্রেস ও ইছামতি এক্সপ্রেস। তিনি আরও বলেন, ১০টি বগির ভেতর দুটি কেবিন, দুটি এসি চেয়ার ও বাকিগুলো চেয়ার থাকবে। কেবিনের ভাড়া প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ২০০ টাকা, এসি চেয়ারের ভাড়া ১ হাজার টাকা ও নন এসি চেয়ারের ভাড়া হবে ৫০০ টাকা। তবে এটি সামান্য কয়েকটি স্টেশনে থামানো হবে। মোটামুটি নন-স্টপ হিসাবে এ ট্রেনটি চলবে ঢাকা-বেনাপোল রুটে।

বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জ এর উদ্যোগে এক সাইকেল র‍্যালি

শান্তিরবাজার ৩০ জুন: বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জ এর উদ্যোগে এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। আগামী ২ জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি সাঁচিরামবাড়ি শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭০তম রাজ্য ভিত্তিক বনমোৎসব। এরই অঙ্গ হিসাবে রবিবার সকাল ৭টায় শান্তিরবাজার ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালিটি শান্তিরবাজার মহকুমার মনপাথর এলাকায় টি টি এ ডি সি জোনাল অফিসের সামনে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।